চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 December, 2019 ■ আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১০ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দুয়েকজন বিধায়ক নেশার বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন

সবচেয়ে বেশি নেশা কবলিত ধলাই জেলা নেশাগ্রস্থে শীর্ষে জনজাতিরা, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। রাজ্যে ধলাই জেলা সবচেয়ে বেশি নেশার কবলে রয়েছে। তার থেকেও উদ্বেগের হল, জনজাতিরা সবচেয়ে বেশি নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য রয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, বিজেপির দুয়েক জন বিধায়ক নেশার বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন। ওই বিধায়কদের কমিশন বন্ধ হয়ে যাবে, তাই নেশা বিরোধী অভিযান থেমে যাক, চাইছিলেন তাঁরা, উষ্মা প্রকাশ করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ দুপুরে ধলাই জেলার গণ্ডাছড়া মহকুমার নারায়ণপুর ভিলেজের মগ পাড়া পরিদর্শনে আসেন। এলাকা পরিদর্শনের আগে মুখ্যমন্ত্রী সরমা ভিলেজের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মতি বিদ্যাভবন মাঠে চানমোহন ত্রিপুরার তৃতীয় মৃত্যবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সেই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ওই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এডিসিকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এডিসিকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় রেগায় কাজ বেড়েছে। গত ২০ মাসের মধ্যে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য রাজ্যকে ১৩টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। যা এক কথায় অনন্য। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। মহিলাদের উপর উৎপীড়ন ১০ শতাংশ কমেছে। ৩৫০ জন নেশাকারবারী জেলে রয়েছে এবং এদের বিরুদ্ধে ৬২০টি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব তথ্য এক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারকেই প্রকাশ করে।

বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়ায় জনগণের সাথে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ধলাই জেলার জনজাতি যুব সমাজ নেশার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর দাবি, ধলাই জেলা গোটা ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেশা কবলিত জেলা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর কাছে এ-সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এনডিপিএস ধারায় ৩৫০ জন জেলে রয়েছেন। তাছাড়া ৬২০ মামলা বিভিন্ন থানায় রুজু হয়েছে। এমনকি নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশ অধিকারিককেও রেহাই দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, নেশাদ্রব্য পাচারের সাথে যুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অথচ, বামফ্রন্টের জমানায় তারা অবাধে ঘুরে বেড়াতেন। কোন মামলা হয়নি তাদের বিরুদ্ধে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, তাঁর দলের দুয়েক জন বিধায়ক নেশার বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁদের দাবি, নেশা বিরোধী অভিযান বন্ধ না হলে ত্রিপুরায় ১০০০ কোটি টাকার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। তাতে, ত্রিপুরার প্রচন্ড ক্ষতি হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিদ্রুপ করে বলেন, এমন মানুষও ত্রিপুরায় বিধায়ক হয়ে বসে আছেন। তাঁরা চাইছেন অবৈধ ব্যবসা চালু থাকুক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামে মায়ানমার সীমান্তে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র

আইজল, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : মিজোরামের ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী একটি বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণের আগ্নেয়াস্ত্র-সহ নগদ লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করেছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বিএসএফ।

বৃহস্পতিবার বিএসএফ-র ৬১ ব্যাটেলিয়ন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে মিজোরামের ইন্দো-মায়নমার আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে প্রচুর পরিমাণের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করার পাশাপাশি নগদ ১ লক্ষ ১৯ হাজার ১০০ টাকা উদ্ধার করেন বিএসএফ-এর অভিযানকারীরা। ওই বাড়ি থেকে বিএসএফ ৬-টি এম ১৬ রাইফেল, ৩-টি একে ৪৭ রাইফেল, ১-টি এলআর রাইফেল, ১-টি জি-৩ রাইফেল, ১-টি ৯ এমএম পিস্তল, ২-টি ক্লে মোর মাইনস, সিঙ্গল ব্যারেল গ্রেনেড লঞ্চার, প্রচুর সংখ্যার সক্রিয় গুলি, সেনা ও অন্য অসামরিক পোশাক-সহ কিছু আপত্তিজনক নথিপত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা।

বিএসএফ-র উচ্চ আধিকারিকটি জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত প্রচুর পরিমাণের অস্ত্রশস্ত্র-সহ গোলাবারুদ ও নগদ টাকা মায়নামার সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতিতে অবস্থানরত আরাকান লিবারেশন আর্মির হতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তাঁরা। গোলাবারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র-সহ নগদ টাকা উদ্ধার করলেও এর সঙ্গে কাউকে আটক করা যায়নি বলে আধিকারিকটি জানান।

উল্লেখ্য মিজোরামের ৭২২ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে উন্নত ধানের কল নেই, হতাশ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। রাজ্যে উন্নত ধানের কল নেই। তাই হতাশা প্রকাশ করে খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব বলেন, উন্নত ধানের মিল খোলার জন্য সরকার সব ধরনের সহায়তা দেবে। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা চাক্কি মিলসঅ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে খাদ্যমন্ত্রী এই কথা উল্লেখ করে ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে উন্নত ধানের মিল খুলতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজ্যে এফসিআই সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করছে। কিন্তু, উন্নত ধানের মিল না থাকায় নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, এক কুইন্টাল ধান ভাঙতে মিল মালিকদের এফসিআই ২০ টাকা দিচ্ছে। কিন্তু, ত্রিপুরায় এক কুইন্টাল ধান ভাঙার দর রয়েছে ১৫০ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত অর্থ রাজ্য সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। তিনি জানান, গত বছর এফসিআইয়ের ধান ক্রয়ের ফলে ত্রিপুরার ২৮ হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এ বছর উপকৃত কৃষকের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময় ত্রিপুরায় এক কুইন্টাল ধান ১ হাজার টাকা ধরে বিক্রি করতেন কৃষকরা। এ বছর এক কুইন্টাল ধানে ১৮১৫ টাকা পাবেন তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকরা ক্রমশ আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নত ধানের মিল চালু করার ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা অন্তঃসত্বা, খুন করে তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে মাটি চাপা, পরে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। বিলোনিয়ার চোত্তাখলা এলাকায় নিহত নাবালিকার বাড়িতে গেলেন বিজেপির দক্ষিণ জেলার প্রাক্তন সভাপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার তৃষ্ণা অভয়ারণ্য থেকে মাটি চাপা দেওয়া নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমানসে ক্ষোভ বিরাজ করছে। গত মঙ্গলবার বিলোনিয়া মহকুমার তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের গভীর জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে মাটি চাপা দেওয়া এক নাবালিকার মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকার কিছু যুবক। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় পি আর বাড়ি থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পরবর্তী সময় জানা যায়, এই নাবালিকাকে খুন করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে।

এই খুনের সাথে জড়িত ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পিআর বাড়ি থানার পুলিশ। এদিকে খুনের ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে এলাকায় যান বিজেপির দক্ষিণ জেলার প্রাক্তন সভাপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, বিজেপি'র দক্ষিণ জেলা কমিটির সদস্য ডাক্তার নিলয় রতন সুর ও মহিলা মোর্চার সদস্যরা। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে জানাতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে চোত্তাখলা ভৈরবনগর মুন্ডাপাড়ার জনৈকা মহিলা জানান, গত কিছুদিন আগে উদয়পুর জামজুরির মুন্ডাপাড়ার বাসিন্দা লিটন মুন্ডা ওর নাবালিকা ১৬ বছরের বোন প্রতিমা মুন্ডাকে ভৈরবনগরস্থিত লিটন মুন্ডার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে আসেন। জানা যায়, নাবালিকা মেয়েটি বিয়ের আগেই অন্তসত্ত্বা ছিল। সেইজন্য লিটন মুন্ডা জামজুরি থেকে ওর বোনকে ভৈরবনগর নিয়ে আসে। গ্রামের ওই মহিলা জানায় পরবর্তী সময় লিটন মুন্ডা ও তার স্ত্রী, শ্বশুর পরিমল মুন্ডা ও ভৈরবনগর এলাকার অনিল মুন্ডা সহ আরো কয়েকজন প্রতিমা মুন্ডাকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে মাটি চাপা দিয়ে আসে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইপিএফটি বিধায়কের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলার আইনি পথেই বিচার চেয়েছেন এনসি

আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর (হিঃসঃ)।। আইনি পথেই বিচার হোক, আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন দলপতি তথা রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। প্রসঙ্গত, ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর এবার বধূ নির্যাতনের মামলায় জড়ালেন রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। ইতিপূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা হওয়ার পর প্রেমিকাকে বিয়ে করে ওই মামলা থেকে কার্যত নিস্তার পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এ যাত্রায় পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় তাঁর স্ত্রী বধূ নির্যাতনের মামলা করেছেন। মামলায় বিধায়কের মা, বড় ভাই এবং ভ্রাতৃবধূর নামও জড়িয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিতাভ পাল জানিয়েছেন, বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৯৮(এ) এবং ৩০৭ ধারায় মামলা হয়েছে। মামলা নম্বর ১২৭/২০১৯। তিনি বলেন, ওই মামলায় তদন্ত চলছে। এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

বিধায়কের স্ত্রীর অভিভাবক অজিত দেববর্মা জানিয়েছেন, বাধ্য হয়ে মামলা করতে হয়েছে। তাঁদের মেয়ের ওপর বিয়ের পর থেকেই অকথ্য নির্যাতন করেছেন স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির সদস্যরা। তিনি জানান, জামাতা ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, তাঁর মা খর্গশ্রী ত্রিপুরা, তাঁর বড় ভাই চন্দ্রজয় ত্রিপুরা এবং ভ্রাতৃবধূ মধুরানি ত্রিপুরার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর প্রেমিকাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিলেন ধনঞ্জয়। থানায় এমন অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তাঁর প্রেমিকা। বিয়ের প্রলোভন দিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেছেন বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় মামলা হওয়ার পর রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। গত ১৯ মে পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে বিধায়কের প্রেমিকা মামলা করেছিলেন। ওই মামলায় গত ৩১ মে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বিধায়কের জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল। আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মার মধ্যস্থতায় সমস্যার সমাধান হয়েছিল। এনসি দেববর্মার বাড়িতেই দুই পক্ষের বৈঠকে তাঁদের বিয়ে স্থির হয়েছিল।

গত ১০ জুন চৌদ্দ দেবতা মন্দিরে সামাজিক রীতি মেনে বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু, বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর ওপর ক্রমাগত নির্যাতন করেছেন বলে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন বিধায়কের স্ত্রী।

আজ আইপিএফটি সুপ্রিমো তথা ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা বলেন, দলীয় বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা হয়েছে, তা জানতে পেরেছি। আইনি পথেই ওই মামলায় বিচার হোক, চাইছেন তিনি। তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় পাচারকালে কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ ডিসেম্বর ।। বনদস্যুরা অবৈধভাবে কাঠ পাচার করার সময় বনকর্মীরা ধাওয়া করে উদ্ধার করে বনাঞ্চলের মূল্যবান কাঠ। ঘটনা বৃহস্পতিবার সকালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন জুমবাড়ি এলাকায়। এই খবর দিয়ে বনকর্মীরা জানায় বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর পায় জুমবাড়ি এলাকা দিয়ে অবৈধ কাঠ পাচার হবে। এই খবরের ভিত্তিতে বনকর্মীরা জুমবাড়ি এলাকায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করে ৬টি বাই-সাইকেলে করে বনদস্যুরা অবৈধ কাঠ নিয়ে আসছে। বনদস্যুরা বনকর্মীদের প্রত্যক্ষ করে পালিয়ে যায়। পরে বনকর্মীরা অবৈধ কাঠগুলি নিয়ে অফিসমুখী হয়। এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ অফিসার নিরঞ্জন দেবনাথ জানান, আগামীদিনেও অভিযান চলবে।

প্রধান শিক্ষকের উদাসীনতায় দুর্ভোগের শিকার ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ ডিসেম্বর ।। ঘড়ির কাঁটাতে সকাল ৬টা পেরিয়ে ৮টা বাজলেও বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলছে। বিদ্যালয়ে এল না প্রধান শিক্ষক। অথচ বৃহস্পতিবার থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা। কলি যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা যে তথৈবচ। ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার অভিভাবক মহল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মেথরাই রিয়াংবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে।

বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা ছিল। সেই সুবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা সকাল ৬টা নাগাদ স্কুলে এসে দেখতে পায় বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলছে। ঘড়িতে ৬টা পেরিয়ে ৮টা। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকরা পরে প্রধান শিক্ষক উদয় কলই এর বাড়িতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করে তিনি মদমত্ত অবস্থায়। পরে অন্যান্য শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের চাবি এনে তালা খুলে সকাল ৮টা থেকে পরীক্ষা নেয়। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান জানান, প্রধান শিক্ষকের মোবাইল ফোনের সুইচড অফ করে বেহদিশের মতো নিদ্রায় মগ্ন মদমত্ত অবস্থায়। অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক জানান, প্রধান শিক্ষক মদমত্ত থাকার কোন প্রমাণ মিলেনি। তবে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

ফের এক মঞ্চে উপস্থিত হতে চলেছেন বিরোধী নেতারা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের এক মঞ্চে উপস্থিত হতে চলেছেন বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে জিতে এবার সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলেছেন হেমন্ত সোরেন। আগামী ২৯ ডিসেম্বর জেএমএম নেতা হেমন্ত সোরেন মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ফের এক মঞ্চে উপস্থিত হতে চলেছেন বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি উ যেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ।

আগামী ২৯ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ড মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় আংশিক দৃশ্যমান সূর্যগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। ঊনিশ দশকের সর্বশেষ সূর্যগ্রহণ ছিল আজ বৃহস্পতিবার। ত্রিপুরায় আংশিক সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান ছিল। আজ সকাল ৮টা ৩৫ মিনিট থেকে ১১টা ৩৯ মিনিট পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছে। ত্রিপুরা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, কেরালা, দিল্লি, মুম্বাই-সহ গোটা ভারতে সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে।

এ বছর শেষ সূর্যগ্রহণ হয়েছিল গত ২ জুলাই। ওই সূর্যগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান ছিল না। সেক্ষেত্রে আজকের সূর্যগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান প্রথম এবং অন্তিম সূর্যগ্রহণ ছিল। পরবর্তী সূর্যগ্রহণ হবে ২০২০ সালের ২২ জুন। তবে, ওই সূর্যগ্রহণ ত্রিপুরায় দৃশ্যমান হবে না।

এদিকে, আজ ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা চ্যাপ্টার এবং ত্রিপুরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে সূর্যগ্রহণ দেখার আয়োজন করা হয়েছিল। ত্রিপুরার ২২টি স্থানে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা সূর্যগ্রহণের সরাসরি সাক্ষী হতে পেরেছেন।

আজ চাঁদ পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত ছিল। তাই এমন সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছে। চাঁদকে ঘিরে আলোর একটি রিংয়ের মতো কাঠামো গঠন হয়েছিল। সূর্যগ্রহণের অধিকাংশই রাতের অন্ধকারের মতো মনে হয়েছে। অন্যান্য স্বাভাবিক সূর্যগ্রহণের তুলনায় তা কিছুটা ভিন্ন ছিল।

ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য অয়ন সাহা জানিয়েছেন, আজ ত্রিপুরায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। তবুও, সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সূর্যের মোট ক্ষেত্রফলের ৩৯ শতাংশ দৃশ্যমান ছিল। এই সূর্যগ্রহণ দেখার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম সূর্যগ্রহণ। অল ইন্ডিয়া সাইন্স কংগ্রেস ধর্মনগর বিভাগ ও কৈলাসহর পুর পরিষদের ব্যবস্থাপনায় কৈলাসহর রবীন্দ্র কাননে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সূর্যের বলয় গ্রাস দেখতে না পারায় আক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রতিটি ভারতবাসীর মতো তিনিও আশায় বুক বেঁধেছিলেন। ঝলমলে আকাশে বলয় গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু, প্রকৃত সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। চলতি বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ দেখা হল না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সূর্যগ্রহণ দেখতে না পারায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রকৃতি বাধা দিলেও, প্রযুক্তির সৌজন্যে লাইভ স্ট্রিমের মাধ্যমে সূর্যগ্রহণ চাক্ষুস করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আক্ষেপ প্রকাশ করে বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'প্রতিটি ভারতবাসীর মতো, সূর্যগ্রহণ নিয়ে আমিও উৎসাহী ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে সূর্যকে আমি দেখতে পারিনি। তবে, লাইভ স্ট্রিমের মাধ্যমে কোঝিকোড় এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তের গ্রহণ চাক্ষুস করেছি। এছাড়াও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে আমার জ্ঞানকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে চোরের দৌরাত্ম্য পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। কৈলাসহরে একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটলেও আজ অবধি পুলিশ কোনও চুরির কিনারা করতে পারেনি। শহরের একের পর এক দোকানে চুরি হলেও কিংবা শহর এলাকার একের পর এক বাড়িতে চুরি হলেও কোনও চুরির কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। উল্টো চুরি করতে আসা সেই চোরকে সাধারণ মানুষ হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে দেওয়ার তিন ঘণ্টা পর পুলিশ গোপন সমঝোতার মাধ্যমে সেই চোরকে জামাই আদর করে থানা থেকে ছেড়ে দেয়।

এমনই ঘটনা ঘটে কৈলাসহর থানায় পঁচিশ ডিসেম্বর খ্রিস্টমাসের রাতে। পঁচিশ ডিসেম্বর বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ কৈলাসহরের মূল শহরের প্রাণকেন্দ্রের সেন্ট্রাল রোডে পিঙ্কু ঘোষের মিষ্টির দোকানের সামনে থেকে এএস১১জি-৪৮৪৩ নাম্বারের কালো পালসার বাইকটি দুটি ছেলে পালিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এই দৃশ্য দেখে দোকান মালিক তথা বাইকের মালিক পিঙ্কু ঘোষ সহ মিষ্টির দোকানের অন্যান্য স্টাফরা দৌড়ে গিয়ে বাইককে নিজেদের হেপাজতে আনে এবং দুই যুবকের মধ্যে এক যুবককে ধরে ফেললেও অপর এক যুবক পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই পিঙ্কু ঘোষ কৈলাসহর থানায় খবর দেওয়া মাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ধৃত যুবককে থানায় নিয়ে যায়। ধৃত যুবকের নাম মাখন দেব।

মাখন দেবের বাড়ি কৈলাসহরের দুর্গানগর এলাকায়। মাখন দেব পেশায় স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী। এভাবে পিঙ্কু ঘোষ বলেন, এভাবে মূল শহর এলাকায় প্রকাশ্যে চুরির ঘটনা ঘটায় পুলিশের ব্যর্থতার আবারও প্রমাণ হলো বলে উনি দাবি করেন। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা জানায় এই খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য যাবার পর পিঙ্কু ঘোষ সংবাদ মাধ্যমের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৭৯ ◘ ২৭ ডিসেম্বর
২০১৯ ইং ◘ ১০ পৌষ ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রতিবেশীর জানালা সুরক্ষিতই শ্রেয়

প্রতিবেশীর ঘরে শান্তি থাকিলে নিজেও শান্তিতে নিশ্চিতে বসবাস করা যায়, এটা চিরন্তের সত্যের মতোই বিষয়। ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই বিষয় সমুচিন বলিয়া গণ্য হয়। নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের ভারতবর্ষ সকল প্রতিবেশীকে না ভালবাসিলেও বাংলাদেশের সহিত তাহার কূটনৈতিক সম্পর্কটি ভাল, বলিতেই হইবে। তাহার কারণ, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের সহিত হার্দিক সম্পর্ক রক্ষায় রীতিমতো যত্নবান ও সচেষ্ট। মতান্তরের, এমনকি মনান্তরের, বিষয়ের যে অভাব ছিল, তাহা নহে। নদীর জলবণ্টন, সীমান্তে উত্তেজনা, অনুপ্রবেশ, ব্যবসাবাণিজ্যের চুক্তিশর্ত লইয়া অসন্তোষ ছিল, আজও আছে। দিল্লির প্রতি ঢাকার বন্ধুতা ও বিশ্বস্ততার আতিশয্য সমালোচিত হইয়াছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, দেশ বিকাইয়া দিবার অভিযোগও শেখ হাসিনাকে শুনিতে হইয়াছে বিস্তর। এতৎসত্ত্বেও ভারতের সহিত বাংলাদেশের সম্পর্কে শৈত্য আসে নাই। কিন্তু এ বার ভারতে নাগরিক পঞ্জি এবং নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের কারণে সেই সম্পর্কে এখন ঘনাইয়া আসিয়াছে আশঙ্কার মেঘ।নয়া নাগরিকত্ব আইনে ভারতের প্রতিবেশী তিনটি দেশের ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার সংখ্যালঘুদের ভারতের নাগরিকত্ব দিবার লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছে বিজেপি সরকার। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে একই বন্ধনীতে ভারত জড়াইয়া দিয়াছে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের পক্ষে ইহা ঘোর অস্বস্তির কারণ। অন্য দুইটি দেশে ধর্মীয় সন্ত্রাসের পরিস্থিতি নিয়া সমগ্র বিশ্ব অবগত ও উদ্বিগ্ন, কিন্তু শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকের অধিকাররক্ষায় এ যাবৎ ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার সবিশেষ প্রশংসাই কুড়াইয়া আসিয়াছে। সেই বাংলাদেশের অ-মুসলমান কোনও সংখ্যালঘু মানুষ ভারতে আশ্রয় চাহিলে ভারত তাহা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিবে, এই আপাত-উদার নির্ঘোষের পশ্চাতে বিদ্যমান আজিকার বাংলাদেশকে ধর্মীয় নিপীড়ক বলিয়া দাগাইয়া দিবার প্রবণতা। সংসদে অমিত শাহ যতই বাংলাদেশের বর্তমান শাসকের প্রশংসা করিয়া পূর্বের ক্ষমতাসীন দল বিএনপি-র দিকে যাবতীয় অভিযোগের অভিমুখ ঘুরাইয়া দেন না কেন, ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক কি আহত ও ব্যাহত হইল না? নাগরিকত্ব আইনে মুসলমানদের প্রকারান্তরে স্বীকার না করা বাংলাদেশের জনসাধারণ কোন চক্ষে দেখিবেন, বলা বাহুল্য। বিজেপির ভারতীয় হিন্দুত্বের বিপরীতে বাংলাদেশও যদি সমরূপ ধর্মভিত্তিক অবস্থান লয়, দুই দেশের পক্ষেই তাহা চরম অস্বস্তিকর ও বিপজ্জনক। তাহা প্রভাব ফেলিবে প্রতিবেশী দেশের অর্থনীতি, সমাজ, পরিবেশের উপরেও।ভারতের এই প্রস্তাবিত আইনটি নাগরিকত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম তথা পরিচিতিভিত্তিক রাজনীতির একটি পূর্বমীমাংসা হইয়া দাঁড়াইবে, সেই আশঙ্কাও প্রকট। মনে রাখিতে হইবে, ভারত ও বাংলাদেশ, দুই রাষ্ট্রেই শাসক দল ক্ষমতায় আসিয়াছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। কোনও শাসক দল যদি সেই বিপুল জনসমর্থনকে নিজ সুবিধার্থে কাজে লাগাইয়া, সংবিধানের তোয়াক্কা না করিয়া, ধর্মকে তুরুপের তাস বানাইয়া রাজনীতি করে, তাহা হইতে কুশিক্ষা লইতে পারে অপরাপর রাজনৈতিক দলও। তাহা গণতন্ত্রের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে, অপশাসন ও স্বৈরতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখে। ১৯৭১ হইতে ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক যাত্রাপথে যতগুলি সম্মানফলক ছিল, ঘটমান বর্তমান তাহাদের ধূলিমলিন করিল কি না, ভারতের তাহা ভাবা প্রয়োজন। অন্যথায় প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের কোনও ধরনের ঘাটতি ঘটিলে ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। বিষয়টি ভাবিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হইবার সময় আসিয়াছে।

আমরা নই মমতাই আগুন নিয়ে খেলছেন, তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি. স.): আমরা নই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে আগুন নিয়ে খেলছেনউ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ভাষাতেই এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপবাবুর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলে নাটকবাজি করছেন। মমতা আজ কলকাতায় এক সমাবেশে বিজেপি-কে আগুন নিয়ে না খেলতে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দিলীপবাবু আজ দলের রাজ্য দফতরে সাংবাদিকদের বলেন, আগুন নিয়ে কে খেলছে? বিজেপি-ও কিন্তু অনেক রাজ্যে বিরোধী পক্ষ। ৪ দিন ধরে এ রাজ্যে আগুন জ্বলল। চুপ করে থাকল প্রশাসন। মমতার পুলিশ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। একটাও এফআইআর নেয়নি। বিজেপি শাসিত নানা রাজ্যে কীভাবে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করেছে, তা সবাই দেখেছে।

মমতা অভিযোগ করেছেন, পুলিশের গুলিতে কর্ণাটকে মৃতদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। পরে মৃতদের সমাজবিরোধী তকমা দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেয় নি। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে দিলীপবাবু বলেন, এ রাজ্যের পাহাড়ে পুলিশের গুলিতে যখন ১১ জন গোর্খার মৃত্যু হল, তাঁদের উনি ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন? এক পয়সাও দেননি। সে যাত্রায় হতাহত পুলিশকর্মীদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা কিন্তু রাজ্য করেছিল। কেন উনি এখন নাটকবাজি করছেন? আর সমাজবিরোধীর মৃত্যুর জন্য সরকার কেন ক্ষতিপূরণ দেবে?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিরা কর্ণাটকে গিয়ে নিহতদের পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী ২৯ ডিসেম্বর তৃণমূল নেত্রী ঝাড়খন্ডে নয়া মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। নেত্রী ৩০ ডিসেম্বর সেখানে কেন্দ্রবিরোধী অভিযানের কথা আজকের সমাবেশে ঘোষণা করেছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় দিলীপবাবু আজ বলেন, উনি যে রাজ্যে যান, সেখানেই ওনাদের ভরাডুবি হয়। সেখানকার সরকার বেশিদিন টেঁকে না। কর্ণাটকে তো সবাই দেখল। ঝাড়খন্ডে ২৫টা আসনে প্রার্থী দিয়ে তৃণমূল ভোট পেয়েছে সামান্য ক'টা। লোকে ওদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। অসম, ত্রিপুরাতেও তো গিয়েছিলেন। ওদের পার্টিই উঠে গিয়েছে। অন্য রাজ্যে চেষ্টা না করে এ রাজ্যের দিকে উনি নজর দিন, ভাল হবে। না হলে এখান থেকেও মুছে যাবে তৃণমূল।

এইচআইভি মারন ব্যাধীর সচেতনতা শুরু করল ব্লক স্বাস্থ্য দফতর

ঝাড়্গাম, ২৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : এইচআইভি মারন ব্যাধীর সচেতনতা শুরু করল ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর।সচেতনতার পাশাপাশি করা হল রক্ত পরীক্ষা। সাধারন মানুষজনের মধ্যে এই অসুখটির বিষয়ে নানা দিক সম্পর্কে জেলা জুড়ে সচেতন করা হচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে।ডিসেম্বর এক তারিখ থেকে জেলার বিভিন্ন জায়গা গুলিতে চলছে প্রচার।

বৃহস্পতিবার ঝাড়্গাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের খড়িকামাথানী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে এইচআইভি বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক প্রচার এবং রক্ত পরীক্ষা হয়।জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন স্বাস্থ্যদফতরের এই কর্মসূচিতে জমায়েত হয়েছিলেন প্রায় সাড়ে পাঁচশো জন মানুষ।এদের মধ্যে নব্বই জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়।এদের মধ্যে ছিলেন ছিয়াত্তর জন পুরুষ ও চোদ্দ মহিলা ছিলেন।ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে গত ২০১৭ সাল থেকে এই পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম জেলায় এইচআইভি ধরা পড়ছে ১২০ জনের।ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে অত্যন্ত গুরুতর সহকারে প্রচার শুরু হয়েছে।

বিচারপতিদের মধ্যে মতবিরোধ জনমনে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে

পবিত্র রায়

তেলেঙ্গানার ৪৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে পশু চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে গণধর্ষণ ও খুনের দায়ে ধৃত চার অপরাধীর এনকাউন্টার সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এস বোবদে রাজস্থানের যোধপুরে এক সভায় বলেছেন, 'বিচার মানে প্রতিশোধ নয়।' আরও বলেন, 'বিচার যদি প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেটা আর বিচার থাকে না।' আবার অপরদিকে এড্‌কাউন্টার করা পুলিশ অফিসার ভি সি সজ্জনার বলেছেন, 'আইন দায়িত্ব পালন করেছে।' তার কথায়, ঘটনার পুনর্নির্মাণে অপরাধস্থলে নিয়ে গেলে চার অপরাধী আগ্নেয়াস্ত্র ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করলে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ বাধ্য হয়ে গুলি চালায় এবং তার ফলে এই চার ধর্ষকের মৃত্যুর হয়।

সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতির উক্তি সম্পর্কে আলোচনার আগে উচ্চতম ন্যায়লয়ের সাম্প্রতিক পরিবেশ নিয়ে একটু জানিয়ে রাখতে চাই। ১৯৫০ সালের স্বাধীন ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি ছিলেন মাত্রা ৮ জন। রঞ্জন গগৈ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে আসার পর প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে দ্রুত বিচারপতির সংখ্যা বাড়ানোর কথা বললে শীর্ষ আদালতে যুক্ত হন আরও ১৪ জন বিচারপতি। সব মিলিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা সর্বমোট ৩৪ জন। শ্রীগগৈ স্বাধীনতার সত্তর বছর বাদে পাঁচ বিচারপতির এক স্থায়ী সাংবিধানিক বেঞ্চ তৈরির উদ্যোগ নেন। এই বেঞ্চ তৈরির উদ্দেশ্য ছিল বকেয়া মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ। আগের নিয়মানুযায়ী ও বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিন সদস্যের বেঞ্চে পড়ে ছিল ১৬৪টি মামলা। এই ১৬৪টি মামলাও নতুন তৈরি হওয়া স্থায়ী সাংবিধানিক বেঞ্চে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। প্রসঙ্গত ৩০ বছর ধরে পাঁচ বিচারপতির স্থায়ী সাংবিধানিক বেঞ্চ তৈরি করা ছিল প্রত্যেক প্রধান বিচারপতির কাছে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ।

সুপ্রিম কোর্টের কার্যকারিতা নিয়ে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাক্ স্বাধীনতার দাবিতে যখন বুদ্ধিজীবীরা সারা দেশে হুঙ্কার ছেড়ে বেড়াচ্ছে, সেই অবস্থায় ১৩/০৫/২০১৬ তারিখে মাননীয় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এক অধ্যাদেশে জানান 'বাক স্বাধীনতার অধিকার অবাধ হতে পারে না'। প্রসঙ্গত বাক্ স্বাধীনতার বিষয়ে আবেদন করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বিজেপি নেতা সুব্রহ্মাণ্যম স্বামীসহ আরও অনেকে। বিচারপতি ছিলেন মাননীয় দীপক মিশ্র ও প্রফুল্ল সি পন্থ। স্ববিরোধিতা বজায় রেখে ওই একই সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৯ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ মৌখিকভাবে জানায় 'সংবাদমাধ্যমের বাক স্বাধীনতা চূড়ান্ত'। এবারের মামলাকারী ছিলেন বিহার সরকারের এক বরিষ্ঠ আমলের কন্যা। ঘটনার সূত্রপাত ছিল বিহারের বিহিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় একটি জমি নিয়ে ওই মহিলা ফুড প্রসেসিং ইউনিট গড়ার জন্য সম্পূর্ণ আইনানুগভাবে একটি জমির জন্য আবেদন করলে 'বিহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' ওই মহিলাকে জমি বন্টন করে। এই জমি বন্টন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ২০১০ সালে এপ্রিল মাসে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই জানতেন যে পুরো ঘটনাটা মিথ্যা, তারপরও মনগড়া একটি সংবাদ পরিবেশন করায় তাঁর ও তাঁর পরিবারের সম্মানহানি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ওই মহিলা। প্রথমে পাটনা হাইকোর্ট রাজদীপর সরদেশাইয়ের পক্ষে রায়দান করলে ওই মহিলা সুপ্রিম কোর্টে যান। সেখানে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বলে 'গণতন্ত্রে আমাদের সহিষ্ণুতা অবশ্যই শিখতে হবে। মানহানি মামলায়র হয়ত সাংবিধানিক বৈধতা আছে। কিন্তু কোনও কেলেঙ্কারি বা দুর্নীতি নিয়ে কোনও বুল খবর প্রকাশের অভিযোগ কখনই মানহানীর যোগ্য হয় না। কোন দুর্নীতির

খবর প্রকাশে ভুলত্রুটি হতেই পারে, তাই বলে আমাদের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে হবে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংবাদ প্রকাশে ভুল হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা যায় না। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এক্ষেত্রে চূড়ান্ত। সাংবিধানিক বৈধতা থাকলে ও মানহানির মামলার করা উচিত নয়।

১২ জুন ২০১৮ তারিখটি ভারতবের্ষর বিচারবিভাগের জন্য এক কালো দিন। ওইদন জে চেলামেশ্বরের বাড়িতে নজিরবিহীনভাবে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রধান বিচারপতি দীপক কুমার মিশ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন সুপ্রিম কোর্টের চার বিচারপতি জে চেলামেশ্বর, কুরিয়েন জোসেফ, রঞ্জন গগৈ ও মদন বি লকুর। তাঁদের অভিযোগ ছিল, সুপ্রিম কোর্টের কাজ ঠিকঠাক মতো চলছে না। আরও অভিযোগ করেন এই বলে যে, বিচারব্যবস্থা এভাবে চললে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হবে।

এরপর সুপ্রিম কোর্টের সঙ্কট নিয়ে বার কাউন্সিল সাত সদস্যের এক টিম গঠন করে। ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন বা এনসিবিএ ঘোষণা করে, 'দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের কোনও সত্যতা নেই। তার বিচারপতির সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য অসৎ। এসবিএ-র সভাপতি বিকাশ সিংহ সাফ বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠিত পরম্পরাকে উপেক্ষা করে চার বিচারপতি প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি জনসাধারণের সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। তাঁদের এই নাটকের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।'

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির প্রথম বিচারে বাক্ স্বাধীনতার অধিকার অবাধ হতে পারে না বলা হলেও পরবর্তী বিচারে সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিকের বাক্ স্বাধীনতাকে একপ্রকার অবাধ বলে রায়দান করা হল। তাহলে কি আমরা বুঝব যে প্রথম বিচারে ঘাটতি ছিল? এবং সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, যদি ঘাটতি ছিল না বলা হয়, তাহলে প্রথমবার বাক্ স্বাধীনতা অসীম নয় বলে তার সঙ্গে কেন জুড়ে দেওয়া হল না, 'সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক ছাড়া' কথাটি। আর রাজদীপ সরদেশাইয়ের বেলায় বাক্ স্বাধীনতা শুধু অবাধ করা হল না, উপরন্তু মিথ্যাকে ভুল বলে চালানোর রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হল। সুপ্রিম কোর্টের এইমত রায়দান কি স্ববিরোধিতার প্রমাণ করে জনমানসে আদালতের বিশ্বাসযোগ্যতায় সন্দেহ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে না? এসসিবিএ-র প্রধান বিকাশ সিংহ সঠিক মূল্যায়ন করেছিলেন বলে মনে করাটাকে কি সত্যিই ভুল বলা যায়?

চার বিচারপতির প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে সুপ্রিম কোর্ট চালানোর অভিযোগ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানোটাই বা কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল? এইমত অভিযোগ জনমানসে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে মতবিরোধ জনগণকে বিভ্রান্ত করবে না, একথা কি হলফ করে বলা যায়? সবচাইতে অবাক করার মতো বিষয় আমরা দেখতে পেলাম এ বছরের এপ্রিল মাসে। এক মহিলা হলফনামা দিয়ে জানালেন, তিনি একসময় সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত ছিলেন। সেখানে প্রধান বিচারপতি সহ বাইশ জন বিচারপিত তাঁর ওপর যৌন নির্যাতন চালাতেন। এই অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারপতি অরুণ মিশ্র ও সন্দীপ খান্নাকে নিয়ে সঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মতামত জানায় এই বলে যে, 'বিচারবিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এমন অভিযোগ আনা হয়েছে, অভিযোগটি ভিত্তিহীন'। তবে সুপ্রিম কোর্টের একটি মহল থেকে বলা হয় প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে যতদূর সম্ভব যাওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্টের এইমত হুংকার শুনে আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম এই বলে যে মাননীয় প্রধান বিচারপিত বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের নিমিত্ত শাস্তি আমরা দেখতে পাব। দুঃখের বিষয়, শ্রীগগৈ অবসরগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বোধহয় ঠাণ্ডা ঘরে চলে গেল। প্রমাণ হল না, বিচারপতি হয়ে শ্রীগগৈ হয়রানিতে সত্যিই জড়িত ছিলেন কিনা। বিচারপতি সন্দীপ খান্না ও অরুণ মিশ্র রায় প্রদান করতে গিয়ে অহেতুকভাবে বিচারবিভাগও প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে কালিমালিপ্ত করার কথা বলতে গেলেন কেন? এইম রায় দেখে মনে হয়েছে সূক্ষ্মভাবে যখন নির্যাতনের অভিযোগ আড়াল করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও বিচারবিভাগতে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সোজাসুজি জনগণ হিসেবে আমরা ধারণা করতেই পারি যে সুপ্রিম কোর্টও রাজনীতি আশ্রিত হয়ে পড়ছে। বিচারব্যবস্থা নিয়ে লিখতে হলে হাইকোর্টের বিচারপতি সি এস কারনাননকে বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব নয়। হাইকোর্টের এই বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে প্রধান বিচারপতি জে এস খেহরের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ। কলকাতা হাইকোর্টেও এই বিচারপতির বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেফাতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। পাল্টা রায় জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের সদস্যদের পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারপতি সি এক কারনান। যুক্তি ও পাল্টা যুক্ত, তর্ক ও বিতর্কের মধ্যেই অবশ্য এই বিচারপতি অবসর গ্রহণ করলেন ভারতীয় বিচারব্যবস্থার একটা বিতর্কিত অধ্যায়ের দ্বার উন্মুক্ত করে, যদিও তার শেষ হল না। প্রশ্ন হল, সি এস কারনানের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট গ্রেফতারির পরোয়ানা জারি করার প্রতিবাদে কারনানও ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিদের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে একপ্রস্থ নাটকের অবতারণা করে অন্তরীণ অবস্থায় চাকরিতে ইস্তফা দিলেন মেনে নিয়েও বলতে হচ্ছে কারনান এমন কেন করলেন, সেটি কিন্তু জনগণ জানতে পারল না। কারনাননকে কি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে? সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কারদণ্ড দেওয়ার অধিকার কি হাইকোর্টের বিচারপতির আছে? যদি না থেকে থাকে, তাহলে কারনাননকে এক উন্মাদ বলাটা বোধহয় অযৌক্তিক নয়। আর এখানেই আরও একটা প্রশ্ন এসে যায়। প্রশ্ন ওঠে বিচারবিভাগে কি এই একটা কারনাননই শুধুমাত্র ছিল? মনে রাখেতে হবে সি এস কারনান কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন, যেটা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও হওয়ার শেষ ধাপ।

এ বছরের নভেম্বর মাসের ১৩ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় ঘোষণা করে জানায়, তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় আছেন প্রধান বিচারপতিও। পাঁচ সদস্যের এই ডিভিশন বেঞ্চে ছিলেন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি এন ভি রামানা, বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি দীপক গুপ্ত ও বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। এই বিচারের রায় হয় ৩-২ ভোটে। প্রসঙ্গত বিচারকদের সম্পত্তির বিবরণ চেয়ে ২০০৭ সালে আরটিআইয়ে আবেদন দাখিল করেন সুভাষচন্দ্র আগরওয়াল নামের এক সমাজকর্মী। সেই তথ্য না পাওয়ায় মামলা করলে সেই মামলার চূড়ান্ত রায়ে মহামান্য আদালত এইমত রায়দান করেছে। এইমত রায় ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট কিছুটা হলেও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারলেও একটা প্রশ্ন কিন্তু রেখে গিয়েছে। বহু বিষয়ে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিগণ সহমত হয়েই রায় প্রদন করেন। এক্ষেত্রে বিচারের রায় ৩-২ হওয়ায় স্পষ্ট বোঝা যায় বিতার পতিগণ বিষয়টিতে সহমত নন।

> নির্ভয়াকাণ্ডে সবচাইতে হিংস্র ব্যক্তিকে নাবালক বলে ছেড়ে দিয়েছিল আদালত। যে ধর্ষণ বুঝেই ঘটায়, তথা জঘন্যতম অপরাধ করতে পারে, তাকে নাবালক বলে ছেড়ে দেওয়ার পর তেলেঙ্গানা পুলিশ যদি ভেবে থাকে যে এইসব ঘৃণ্য লোকগুলিও নাবালকের অজুহাতে ছাড়া পেয়ে যাবে ও তারপর গুলি চালিয়ে হত্যা করে, তাহলে দোষের আঙুলটা কোন দিকে উঠবে? হত্যা পরবর্তীতে পুলিশের প্রতি মহিলাদের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁরা কেউ অখুশি নয়, যদিও এইমত ঘটনা অনভিপ্রেত। মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও ন্যায়ালয়ের সমালোচনা নয়, মহামান্য আদালতের কাছে বিনীত প্রার্থনা এই যে উচ্চতম ন্যায়ালয় যেন স্ববিরোধিতা মুক্ত থেকে আদালত পরিচালনা করে জনমনে আদালতের প্রতি সম্মান ও সমীহ বজায় রাখতে সাহায্য করেন।

এতক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপদ্ধতি ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হল। এবার মহামান্য আদালতের বর্তমান প্রধান বিচারপতির তেলেঙ্গানায় চার অভিযুক্ত ধর্ষণকারীকে হত্যা প্রসঙ্গে উক্তির বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রাজস্থানের যোধপুরে এক সভায় মাননীয় বিচারপতি বলেছেন, 'বিচারের অর্থ প্রতিশোধ নয়।' প্রথম কথাই বল প্রধান বিচারপতি কি ব্যক্তিগতভাবে কথাটা বলছেন? এইমত উচ্চ পদাধিকারী স্বপদে বহাল থেকে কোনও বিষয়ে মতামত প্রদান কি ব্যক্তিগতভাবে ধরা যেতে পারে ? না, সেটা হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মহামান্য ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি স্বপদে বহাল থেকে ব্যক্তিগত মতামত দিতে পারেন না এইমত উচ্চ পদাধিকারীর উক্তি সবসময় সরকারি অথবা বিভাগীয় হিসেবেই ধরা যেতে পারে। সুতরাং শ্রীবোবদের উক্তিটা ব্যক্তিগত নয়, একথা বলা যেতেই পারে। প্রশ্ন হল, কেউ কি বলেছে যে বিচার অর্থে প্রতিশোধ ? না বললেও একটু গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায়, প্রতিটি বিতারই প্রতিশোধ সম। অন্যায়কারীর অন্যায়ের শাস্তি দিয়ে অন্যায়ের প্রতিশোধের নামই বিচার। আর যদি তাই না, হত, তাহলে বিচারের প্রয়োজনীয়তা হত কি? সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সমালোচনা নয়, বিষয়টি নিয়ে একটু গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করলে কিন্তু তেমনটাই মনে হয়। হায়দ্রাবাদের ঘটনা যদিও কাম্য নয়, তা সত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে মাননীয় বিচারপতি চারজনের হত্যাকে খুন বা প্রতিশোধ মনে করলেন কীভাবে? আদালত তথা বিচারপতিগণ বিচার করেন তথ্যও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে। সামান্য সময়ের মধ্যেই কি সব তথ্যপ্রমাণ পেয়ে গিয়েছিলেন? পুলিশ যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, অস্ত্র ছিনতাই করে পালানোর সময়গুলি চালাতে হয়েছে এইমত উক্তি মিথ্যা হলেও মিথ্যা বলে প্রমাণিত কি? আর মিথ্যা হলেও দায়ীকে এইমত ঘটনার জন্য? মনে পড়ে নির্ভয়াকাণ্ডে সবচাইতে হিংস্র ব্যক্তিকে নাবালক বলে ছেড়ে দিয়েছিল আদালত। যে ধর্ষণ বুঝেই ঘটায়, তথা জঘন্যতম অপরাধ করতে পারে, তাকে নাবালক বলে ছেড়ে দেওয়ার পর তেলেঙ্গানা পুলিশ যদি ভেবে থাকে যে এইসব ঘৃণ্য লোকগুলিও নাবালকের অজুহাতে ছাড়া পেয়ে যাবে ও তারপর গুলি চালিয়ে হত্যা করে তাহলে দোষের আঙুলটা কোন দিকে উঠবে? হত্যা পরবর্তীতে পুলিশের প্রতি মহিলাদের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁরা কেউ অখুশি নয়, যদিও এইমত ঘটনা অনভিপ্রেত। মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও ন্যায়ালয়ের সমালোচনা নয়, মহামান্য আদালতের কাছে বিনীত প্রার্থনী এই যে উচ্চতম ন্যায়ালয় যেন স্ববিরোধীতা মুক্ত থেকে আদালত পরিচালনা করে জনমনে আদালতের প্রতি সম্মান ও সমীহ বজায় রাখতে সাহায্য করেন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিমান সেনাদের সজাগ থাকতে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৬।। দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলাকে সৈনিক জীবনের পাথেয় হিসেবে উল্লেখ করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নবীন সৈনিকদের দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।তিনি বলেছেন,আজ থেকে আপনাদের ওপর ন্যস্ত হচ্ছে দেশমাতৃকার মহান স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে আপনাদের সজাগ ও সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

বুধবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে যশোরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমিতে '৭৬তম বাফা কোর্স' এবং 'ডিই-২০১৮' কোর্স সমাপনী উপলক্ষে আয়োজিত 'রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-২০১৯' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ আহ্বান জানান। এদিন ১০৪ জন অফিসার ক্যাডেট কমিশন লাভ করেন। দেশমাতৃকার প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার জন্য বিমান বাহিনীর এই নবীন কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন, সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে হলেও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য আপনারা শপথ গ্রহণ করেছেন। কাজেই এটা হবে আপনাদের জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান ও প্রথম ব্রত। নিঃস্বার্থভাবে জনগণের পাশে থাকবেন এবং দেশের সেবা করবেন এটাই সকলের প্রত্যাশা।

উন্নত চরিত্র ও মানসিক শক্তি একজন বিমান সৈনিককে আদর্শ সৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক ভূমিক রাখে-এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,আপনারা ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের আদেশ মেনে চলবেন, চেইন অব কমান্ড বজায় রাখবেন, অধস্তনদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন। তাহলেই বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে 'পাসিং আউট' ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেই বক্তব্যের কিছু অংশের উদ্ধৃত করে শেখ হাসিনা দায়িত্ব বোধ সম্পর্কে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। জাতির পিতা বলেছিলেন,আমি তোমাদের জাতির পিতা হিসেবে আদেশ দিচ্ছি, তোমরা সৎ পথে থেকো, মাতৃভূমিকে ভালো বাইসো। ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবা, গুরুজনকে মেনো, সৎ পথে থেকো, শৃঙ্খলা রেখো, তা হলে জীবনে মানুষ হতে পারবা।জাতির পিতার এ নির্দেশনা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্যও নবীন কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন,আমি আশা করবো, এ কথা আপনারা সবসময় স্মরণ রাখবেন।মনে রাখবেন- সততা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে বিমান বাহিনীর ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন,আমি আশা করি, অকৃত্রিম দেশপ্রেমের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে এবং সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলার আকাশ মুক্ত রাখার যে শপথ আজ আপনারা নিলেন- তার বাস্তবায়ন আপনারা সবসময় করে যাবেন। নবপ্রজন্মের উদীয়মান কর্মকর্তা হিসেবে আজকের বিমান বাহিনীকে আপনারা নিয়ে যাবেন সফলতার শিখরে- এই আমার প্রত্যাশা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক কৌশলগত দিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিধি ও সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে জাতির পিতা একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও পেশাদার বিমান বাহিনী গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।জাতির পিতার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে স্বাধীনতার পরপরই বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয় সে সময়কার অত্যাধুনিক 'মিগ-২১' সুপারসনিক ফাইটার বিমানসহ পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, এয়ার ডিফেন্স রাডার।সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, সরকার একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আঞ্চলিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিমান বাহিনীকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে এর উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন,জাতির পিতার প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে আমরা সশস্ত্র বাহিনীর জন্য দীর্ঘমেয়াদি 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' প্রণয়ন করি-যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।যুদ্ধবিমানসহ বিভিন্ন ধরনের বিমান, রাডার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওভারহোলিং এর লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার। এভিয়েশন সেক্টরকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নিজস্ব জনবল, প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতা ব্যবহার করে ফাইটার বিমানের ওভারহলিং করতে সক্ষম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যাডেটদের মৌলিক প্রশিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল বাড়ানো এবং ডিজিটাল ককপিট সংবলিত কমব্যাট প্রশিক্ষণ বিমান এবং পরিবহন প্রশিক্ষণ বিমানসহ হেলিকপ্টার সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে।বিমান বাহিনী একাডেমির জন্য অত্যাধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন,একটি প্রশিক্ষিত ও আধুনিক বিমান বাহিনী গঠনে এ উদ্যোগ যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা রাখি।

কমিশনপ্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তাদের আজকের সাফল্যের পেছনে অভিভাবকদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,এই বিশেষ দিনে আপনাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনারা দোয়া করবেন যেন, আপনাদের সন্তানেরা জাতির সামনে দেশপ্রেম ও বীরত্বের আদর্শের উদাহরণ হয়ে ওঠতে পারে।দেশের আর্থসামাজিব উন্নয়নের তুলে ধরে সরকার প্রধান বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ভাবে আজ আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছি।

তিনি বলেন, ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী আমরা উদযাপন করবো, ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবো। কাজেই এই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যদিয়ে আমাদের স্বাধীনতার পতাকা আরো সমুজ্জ্বল হবে।বিশ্বের দরবারে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবো-এটাই আমাদের লক্ষ্য,যোগ করেন শেখ হাসিনা।

অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের মাঝে ফ্লাইং ব্যাজ, বিভিন্ন সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ট্রফি এবং সম্মানসূচক তরবারি প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী। ৭৬ তম বাফা কোর্সে সার্বিকভাবে শীর্ষস্থান অর্জনকারী সার্জেন্ট মাহিম সালিককে তিনি সোর্ড অব অনার প্রদান করেন।প্রধানমন্ত্রী মনোমুগ্ধকর রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং সালাম গ্রহণ করেন। তিনি বিমান বাহিনীর নবীন কর্মকর্তাদের 'অ্যাপলেট পরিধান' অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং তাদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ উপলক্ষে একটি কেকও কাটেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস, তিন বাহিনী প্রধান, রাজনৈতিক নেতা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গণতন্ত্র এখন আ'লীগের বাক্সে বন্দি : খন্দকার মোশাররফ হোসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৬।। গণতন্ত্র এখন আওয়ামী লীগের বাক্সে বন্দি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেছেন, আজকে গণতন্ত্র আওয়ামী লীগের বাক্সে বন্দি। দেশে কোনো গণতন্ত্র নেই। আইনের শাসন নেই। রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠান কার্যকর নেই।সব প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ করে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) নুরুল হক নুরের হামলার প্রতিবাদে এ সমাবেশের আয়োজন করে ৯০'র ডাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য।

বিএনপি নেতা বলেন, মানুষের শেষ ভরসাস্থল উচ্চ আদালত। আপনারা উচ্চ আদালতের দিকে চেয়ে দেখেন বর্তমান সরকার কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কি করেছে? ইতিহাস দেখলে আপনারা দেখবেন খালেদা জিয়াকে, তারেক রহমানকে নিম্ন আদালতের দুইজন ডিস্ট্রিক্ট জাজ অন্যায়ভাবে সাজা দিয়েছেন। পুরস্কারস্বরূপ সেই দু'জনকে হাইকোর্টের বিচারপতি বানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সত্যের পক্ষে বলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে (এসকে সিনহা) কিভাবে তার পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। এরপর দেশ ত্যাগে তাকে বাধ্য করা হয়েছে। এভাবেই কিন্তু উচ্চ আদালতকে নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার। উচ্চ আদালতের কাঁধে বন্দুক রেখে টিকে থাকতে চায় সরকার।

নুরের ওপর হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডাকসুর নির্বাচিত প্রতিনিধি নুরের ওপর বারবার হামলা হচ্ছে। সর্বশেষ আক্রমণ অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয়। এভাবে হতে পারে না। যুবলীগ-ছাত্রলীগ কিছুদিন আগে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছে। ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি চাঁদাবাজির অপরাধে তাদের দল (আওয়ামী লীগ) বহিষ্কার করেছে। তারা দল (আওয়ামী লীগের) ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। এ জন্য ছাত্রলীগকে দিয়ে নতুন আরেকটি সংগঠন করা হয় 'মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ'। এটা কোথায় ছিল? কত বছর আগে হয়েছে? এরা কাদের সন্তান? তাদের কে মুক্তিযুদ্ধ করেছে? দেখা যায়, ছাত্রলীগের বহিস্কৃত নেতারা এ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাদের নেতৃত্বে তথা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে

ছয়ের পাতায়

সমঝোতা না হলে একক সিটি করপোরেশন নির্বাচন করবে জাপা: জি এম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৬।। জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন, আমরা মহাজোটের সঙ্গে আছি।

তাদের সঙ্গে সমঝোতা না হলে জাপা এককভাবে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে অংশ নেবে। সমঝোতা হলে সেখানে অবশ্যই দলের স্বার্থ দেখা হবে।

বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) জাপার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসএসি) নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নপত্র বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাপার মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা।

জাপার ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন- দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ, যুব সংহতির সভাপতি আলমগীর সিকাদার লোটন প্রমুখ।জি এম কাদের বলেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

তারা আমাদের আশ্বাস দিয়েছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। কিন্তু সরকার চাইলেই কিন্তু নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না।

কিছু বিষয়ে প্রার্থীকেও মাঠে থাকতে হবে। সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। এটি একটি সম্ভাবনাময় নির্বাচন। সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

তিনি বলেন, দলীয় মনোনয়ন ছাড়া কেউ ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। যদি অংশ নেন, সেটা হবে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ।

এমনটি হলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পার্টির প্রার্থীর জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। সে ভালো হোক আর মন্দ হোক।

বুধবার প্রয়াত বাবুল ভদ্রের মরদেহে বৃহস্পতিবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চীনের সহায়তা চেয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৬।। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চীনের সহায়তা চেয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিংয়ের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ সহায়তা চান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে এক বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং। বৈঠক শেষে লি জি মিং গণমাধ্যমকে জানান, বৈঠকে আলোচনার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে পারছি না বলে দুঃখিত। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী নিয়ে আলোচনা হয়েছে।রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে চীন মধ্যস্থতা করছে। চীনের মধ্যস্থতায় বেইজিংয়ে খুব শিগগিরই ত্রিপক্ষীয় বৈঠক আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। সেটা সামনে রেখে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় মোমেনের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূত এ বৈঠক করেছেন।

বাবার বকুনিতে আত্মঘাতী ছেলে

বারুইপুর, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছেলে বন্ধুদের সাথে পিকনিকে বসে মদ্যপান করছিল। বাড়িতে ছেলের আসতে দেরি হওয়ায় বাবা বকাবকি করে। এর জেরেই অভিমানে আত্মঘাতী হল ছেলে। মৃতর নাম সাগর মন্ডল(২০)। ঘটনাটি ঘটে বারুইপুর থানার বেলেগাছি রামকৃষ্ণপল্লি এলাকায়। ঘরের দরজা ভেঙে পরিবারের লোকজন দেহ উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় বারুইপুর থানায়। বারুইপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে

ছয়ের পাতায়

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের বিক্ষোভ সমাবেশ ২৯ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৬।। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'ভোট ডাকাতির' প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। আগামী ২৯ ডিসেম্বর দুপুর ২টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর মতিঝিলে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আহ্বায়ক ও গণফোরাম সভাপতি ড় কামাল হোসেনের চেম্বারে এক জরুরি বৈঠকে বসেন ঐক্যফ্রন্টের নেতারা।

বৈঠক শেষে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আসম আব্দুর রব।

ড় কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় আবদুল মঈন খান, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, গণস্বাস্থ্যের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বিকল্প ধারার সভাপতি অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারী, গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট মোহসিন রশীদ, শহিদুল্লাহ কায়সার, জেএসডির সিরাজুল ইসলাম, বিকল্প ধারার মহাসচিব শাহ আহমেদ বাদল, ঐক্যফ্রন্টের দফতর প্রধান জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু প্রমুখ।

রাওয়াতের পক্ষে সওয়াল প্রাক্তন সেনা আধিকারিকের

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : সম্প্রতি দেশজুড়ে হিংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ে সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াতে মন্তব্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এবার রাওয়াতের মন্তব্যের সপক্ষে সওয়াল করলেন প্রাক্তন সেনা আধিকারিক।

বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর স্পেশ্যাল ফোর্সের প্রাক্তন মেজর সুরেন্দ্র পুনিয়া জানিয়েছেন, সেমিনারে সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত মূলত নেতৃত্ব প্রদানের বিষয়ে বলেছেন। ছাত্র নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করে ছিল, তা সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের পরিচয় নয় বলে জানিয়েছিলেন তিনি। সেনাপ্রধান কোনও রাজনৈতিক দল বা কোনও ধর্মীয় সংগঠনের নাম নেননি। দেশের পড়ুয়াদের ভালর জন্য নেতৃত্ব প্রদান নিয়ে তাঁর বলার অধিকার রয়েছে।

সিপিআই(এম)-এর তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে যে ছাত্র বিক্ষোভের বিরোধিতা করে বিষয়টি সরাসরি জড়িয়ে পড়েছেন সেনাপ্রধান। মোদী সরকারের আমলে পরিস্থিতির যে অবনতি হয়েছে, তা উচ্চপদে থাকা উর্দিধারী আধিকারিকের সাংবিধানিক এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ থেকে স্পষ্ট। উল্লেখ করা যেতে পারে উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন বিপিন রাওয়াত জানিয়েছিলেন, নেতা তারাই যারা সঠিক পথে চালিত করে ও সঠিক পরামর্শ দেন। ভুল পথে

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার ট্রেইন্ড নার্স এসোর উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

অসম পঞ্চায়েত আইনের কোপ, পদ হারিয়েছেন বড়খলা ভাঙ্গারপাড় জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে সদস্য নার্গিস

শিলচর, ২৬ ডিসেম্বর, (হি.স.) : অসম পঞ্চায়েত এক্ট এর সংশোধিত আইন অনুসারে দুইয়ের অধিক সন্তান জন্ম হলে পদ থেকে বিলম্বত করা হবে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সংশোধিত অসম পঞ্চায়েত এক্ট ১৯৯৪ কুপে পড়ে পদ হারাতে হয়েছে বড় খলা বিধানসভা কেন্দ্রের ভাঙ্গার পার জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে সদস্য নার্গিস জাহান''কে। কাছাড়ের জেলা শাসকের এক নির্দেশ মর্মে শালচাপড়া আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের অধীন ভাঙ্গারপার জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যা নার্গিস জাহানকে পদ থেকে সরিয়ে (ত্রদ্বদ্রস্তত্র) দিয়েছেন।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাঙ্গার পারের এপি পদের উপবিজেতা (বিজেপি) ইসমাতারা বেগম লস্কর এর অভিযোগের ভিত্তিতে জেলাশাসক এই পদক্ষেপ নিয়েছেন।ইসমাতারা দুইয়ের অধিক সন্তান জন্মদেওয়ার অভিযোগ এনে কাছাড়ের জেলাশাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। এতে তিনি অভিযোগ করেন ভাঙ্গারপারের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যা নার্গিস গত ২ অক্টোবর তৃতীয় সন্তানের জন্ম দেন। সেকশন ১১১(২) অসম পঞ্চায়েত এক্ট ১৯৯৪ এর মতে দুইয়ের অধিক সন্তানের জন্ম দিলে পদ হারতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে কাছাড়ের জেলাশাসক গত ১৬ নভেম্বর তদন্ত করার জন্য কাছাড় জেলা পরিষদের সিইও কে নির্দেশ জারি করা হয়। এবং তদন্ত শেষ করে গত ১২ ডিসেম্বর রিপোর্ট করা হয় যে অভিযোগ সত্য। সেই ভিত্তিতে রোল ৬২(১)(জি) অসম পঞ্চায়েত(সংবিধান) এবং সেকশন ১১১(২) অসম পঞ্চায়েত এক্ট ১৯৯৪ এর ভিত্তিতে ভাঙ্গারপার আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যা পদ থেকে নার্গিস জাহানকে সরানো করা হচ্ছে।

কাছাড়ে ভারত-বাংলা সীমান্তের টুকরগ্রামে পাঁচ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

কাটিগড়া (অসম), ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : গতকাল বুধবার এক অভিযান চালিয়ে লক্ষ্মীপুর মহকুমার মাখননগর দীঘলিতে অভিযান চালিয়ে ৬০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছিল কাছাড় পুলিশ। সেই সঙ্গে আব্দুল হান্নান ও আব্দুল কালাম আজাদ নামের নেশাকারবারি দুই ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আজ বৃহস্পতিবার এই একই জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী টুকরগ্রামে নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করেছেন সীমান্ত সুরক্ষারক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা।বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিকের কাছে জানা গেছে, টুকরগ্রামের সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় কাটাতারের বেড়ার এ-পারে কালো রঙের প্লাস্টিক শিট দিয়ে মোড়া পাঁচটি প্যাকেট উদ্ধার করেন জওয়ানরা। প্যাকেটগুলি খুলে এগুলোর ভিতর থেকে ১,০০০টি নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এগুলোর বাজারমূল্য প্রায় পাঁচ লশক্ষ টাকা। বিএসএফ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি সঙ্গে সঙ্গে কাছাড় পুলিশের উর্ধতন মহলকে অবগত করেন। পরে উদ্ধারকৃত নেশার ট্যাবলেটগুলি পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে জানান বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিক। তবে এই সব নেশা সামগ্রীর সঙ্গে জড়িত অভিযোগে কাউকে ধরা যাননি বলেও জানান তিনি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ক্লিফ লাল কেন হয়?

অ্যারিজোনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এবং চীনের ঝাংগি ন্যাশনাল জিও পার্কের রঙধনুর মতো পাহাড়ের রঙ দেখে অবাক হতে হয়। এদের মধ্যে সাধারণ যে জিনিসটি দেখা যায় তা হচেছ লাল রঙের শিলা। এই পাথরগুলো এতো লাল হল কীভাবে? এর কারণ হচ্ছে আয়রণ, এটি অন্য উপাদানের সাথে মিলিত হয়ে এমন খনিজ তৈরি করে যা লাল রঙের মা মরিচার মত হয়।পৃথিবীতে আয়রণ আসে প্রাচীন সুপারনোভা ঘটনার মাধ্যমে, বড় নক্ষত্র শক্তি থেকে দৌড়ে বের য়ে আসে এবং মারা যায়। এই তারার পতনের ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে নতুন শক্তি নির্গত করে। এর ফলে অনেক উৎপান মিলিত হয় এবং ভারী উপাদান তৈরি করে, যার মধ্যে আয়রনও থাকে।

অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগের সহযোগী বিভাগীয় প্রধান এবং জ্যেষ্ঠ প্রভাষক জেসিকা কেপ বলেন, এই ধরনের পতনে ফলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, এই পতিত তারা বাহ্যিকভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং উপাদানগুলো পাঠায়। যখন পৃথিবী গঠিত হয় তখন আয়রন সহ এর চার পাশের উপাদান গুলোর গুচ্ছকে আকড়ে ধরে।

প্যানসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক টেরি এনজেন্ডার বলেন, পৃথিবীর প্রথম দিকে আর্কিয়ান যুগে বায়ুমণ্ডলে খুব কম অক্সিজেন ছিল। অক্সিজেন ছাড়া আয়রণজলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। একারণেই পৃথিবীর প্রথম আর্কিয়ান মহাসাগরে প্রচুর পমিাণে আয়রণ দ্রবীভূত থাকে। যদি ফটোসিন্থেসিস এর মাধ্যমে এককোষী জীবগুলো অক্সিজেন উৎপন করা শুরু করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখান সুর্যের আলো ব্যবহৃত হয় জল এবং কার্বনডাইঅক্সাইড এর মধ্যকার প্রতিক্রিয়াকে শক্তি সরবরাহের জন্য যাকার্বহাইড্রেট বা অক্সিজেন তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

এই অক্সিজেন সমুদ্রে যায় এবং আয়রণের সাথে মিলিত হয় এবং আয়নর অক্সাইড নামক খনিজ যেমন হারমাটাইট যা প্রায়ই লালরঙের হয় এবং ম্যাগনেটাইট সৃষ্টি করে।

কেপ বলেন, জারণ প্রক্রিয়া মরিচা হওয়া খুব সাধাণ বিষয়, যেখানে বাতাসে ধাতুর সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মরিচা তৈরি হয়। পাহাড়ের শিলায় হারমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট এর মত খনিজের সামান্য দানা থাকে যার মধ্যে আয়রণ থাকে। এই খনিজগুলোতে জারণ হয় এবং মরিচা পরে, যা পাহাড়কে লাল করে তুলে। এনজেন্ডার বলেন, এই খনিজের সৃস্টির ফলেই ডোরাকাটা আয়রণ গঠিত হয়, যা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়রণের ভান্ডার। আয়রনের গঠন ডোরাকাটা হওয়ার কারণ হচ্ছে, হারমাটাইটের স্তরের মাঝে সিলিকার স্তর থাকে, যা পাললিক শিলার স্তরের মাঝে চিল প্রায় প্রাচীণ আর্কিয়ান থেকে মধ্য প্রোটেরোজিয়িক যুগে। ডোরাকাটা আয়রনের গঠন দেখা যায় ব্রাজিল এর ক্যারাজেস এ, কানাডার লেক সুপেরিওর এ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার হেমারসলে বেসিন এ, উত্তর চিনে এবং সিনেসোটা এর মেসাবি আয়রণ রেঞ্জ এ।

অ্যারিজোনা এর ভারমিলিয়ন ক্লিফ এর লাল রঙ আসে আয়রণসমৃদ্ধ খনিজ থেকে যা এর পাশের পাললিক শিলায় ছড়ানো থাকে। কেপ বলেন, লাল বেলে পাথর পশ্চিম আমেরিকায় খুবইকমন।এদের পাওয়া যায় স্যাডোনা, অ্যারিজনা এবং ক্যালিফোনিয়ার মোজাভ মরুভূমিতে রেড রক ক্যানিয়ন স্টেট পার্ক এ। মন্টানা, কলোরাডো এবং গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের রেড ওয়াল লাইমস্টোন ক্লিফ ও লাল শিলায় গঠিত।

হলুদ গাছের রোগ আক্রমণ ও প্রতিকারের উপায়

হলুদ গাছে সাধারণত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়। লিফ ব্লচ বা পাতা ঝলসা রোগ লিফ স্পট বা পাতায় দাগ রোগ এবং কন্দ বা হলুদের মোথা পচা রোগ। প্রথম দুটি রোগ এখন হলুদ গাছে দেখা যাচ্ছে।এ রোগ দুটোর লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হল।

পাতা ঝলসা রোগ ঃ এ রোগে আক্রান্ত হলুদ গাছের পাতার উভয় পিঠেই প্রথমে অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার বাদামি দাগ দেখা যায়। দাগগুলো পাতার শিরারসমান্তরালে অবস্থান করে। ধীরে ধীরে দাগ বড় হতে থাকে এবং অনেকগুলো ঝলসে ফেলে। তীব্রভাবে আক্রান্ত পাতা শেষে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত শুকনো পাতা জমিতে পড়ে থাকলে সেখান থেকে বাতাসের সাহায্যে এ রোগের জীবাণু অন্যান্য সুস্থ গাছেও ছড়িয়ে পড়েও ক্ষেতের বিশেরভাগ গাছের পাতাকে ঝলসে ফেলে। ব্যবস্থাপনা এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিয়মিত ক্ষেতে গিয়ে গাছ দেখতে হবে। আক্রমণের শুরুতেই রোগাক্রান্ত পাতা তুলে পুড়িয়ে ফেললে রোগ আর বাড়তে পারে না। এরপরও রোগ দেখা দিলে প্রতি ১০ লিটার জলে (১ স্প্রে মেশিন জল) ১০ মিলিলিটার (২ চা চামচ) ফলিকুর অথবা ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ডায়থেম এম ৪৫ নামক ছত্রাকনাশক মিশিয়ে পাতার দু'পাশেই ভাল করে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্য রোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকি বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিসিটিন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। একই জমিতে পরপর দুই থেকে তিন বছর হলুদের চাষ না করা ভাল।

পাতায় দাগ রোগ ঃ

একটানা উচ্চ আর্দ্রতাসম্পন্ন আবহাওয়া এ রোগের অনুকুল। ঘনঘন বৃষ্টি ওগরম এ রোগ বাড়িয়ে দেয়। এ দেশে সাধারণত আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে এ রোগ বেশি দেখা যায়। তবে অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত ও ঐ রোগ চলতে থাকে। আক্রান্ত গাছের শুকনো পাতার মধ্যে এ রোগের জীবাণু এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সেখান থেকে বাতাস, জল ইত্যাদি দ্বারা রোগ ছড়ায়। কোলেটুট্রিকাম ক্যাপসিকি নামক ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় আয়ত গোলাকার দাগ পড়ে। দাগের চারপাশে বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি বলয় থাকে এবং দাগের মাঝখানে থাকে ধূসর রং। গোটা দাগের চার পাশে হলুদ আভাযুক্ত বলয় তৈরি হয়। ধীরে ধীরে দাগুলো বড় হতে থাকে এবং পাতায় অনেকটা অংশজুড়ে দাগের সৃষ্টি হয়। তীব্র আক্রমণে পাতার সম্পূর্ণ অংশই পুড়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায় ও আক্রান্ত পাতা ঢলে যায় এবং শেষে শুকিয়ে যায়। ব্যবস্থাপনা রোগাক্রান্ত এবং শুকনো পাতা গাছ থেকে সংগ্রহ করে পড়িয়েফেলতে হবে। রোগ দেখামাত্র আক্রান্ত পাতা তুলে ফেলার পর ক্ষেতের বাকি গাছগুলোতে কান্ডোজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ডায়থেন এম৪৫) প্রে করতে হবে।

প্রতি ১০ লিটার জলে ১ স্প্রে মেশিন জল) ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ছত্রাকনাশক মিশিয়ে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চার বার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্যরোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকী বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিস্টিন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ হলুদ রাখা চলবে না। একই জমিতে পরপর হলুদের চাষ না করে অন্য ফসলের চাষ করতে হবে।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানের ভাষায় অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম

আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। আরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। অরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? বাড়ির বাইরে বের হওয়া এবং গাড়িতে ওঠা ছাড়া অন্য সময়গুলো কেমন থাকে। তখন কোনো সমস্যা হয় কিনা? যেকোনো চাপ সামলানোর ক্ষমতা কতটুকু? মানসিক চাপের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগুলো কেমন এব কতটুকু কার্যকর?

যা হোক, প্রতিটি মানুষের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া হলো, যখন মানুষ চাপে পড়ে তখন মনের অজান্তে কিছু বিষয় কাজ করতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম হলো, এমন একটি পদ্ধতি যেটি অটো অটো অর্থাৎ নিজে থেকেই কাজ করতে থাকে। যার কাজের মধ্যে হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাস মেইনটেইন করা, পায়খানা প্রশ্রাব কন্ট্রোল করা, গরম ঠান্ডার অনুভবগুলোকে বোঝা, ভয় রাগ দুঃখ সহ আবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা।হঠাৎ কোনো ভয় বা ভয়ের কারণে এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের একটি অংশ দ্রুতই একটিভ হয়ে যায় বা প্রভাব বিস্তার করে। তখন মানুষের এমন সমস্যা হতে পারে। এটি কোনো কোনো মানসিক রোগের কারণেও হতে পারে। একবার দুবার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আপনি যেভাবে লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে বারবারই হচ্ছে এবং এসমস্যাটি আপনাকে খুবই ভোগাচ্ছে। যদি আপনার অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকে এবং উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার খুব কিছু বলার না থাকে তবে, আপাতত আপনি সকালে টেবল্যাট নেক্সিটাল ৫ মিগ্রা নাস্তার পর খেতে পারেন। আপনার সমস্যা কমবে। হাপানী বা ডায়াবেটিস না থাকলে সাথে ট্যাবলেট ইনডেভার ১০ মিগ্রা, সকালে ও রাতে একটা করে খেতে পারেন। বিশেষমুহূর্তে নিজের আবেগ বা আবেগ জনিত সমস্যাগুলো কমানোর জন্য আরো অনেক কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। যেহেতু আপনি চট্টগ্রামে থাকেন, সেহেতু চেষ্টা করবেন সরাসরি সেখানে কারো সঙ্গে দেখা করে উপযোগ্য কোনো সাইকোথেরাপি বা রিলাক্সেশন পদ্ধতি শিখে নেওয়ার। সব সময় মনে রাখবেন সরাসরি ডাক্তরের সাথে কথা বলে চিকিৎসা নেওয়াই ভালো। কারণ অন্যকোনো সমস্যা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া যায়।

জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল। থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়। যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা ট্যুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ। এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়। কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে। ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।

শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট । এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার।

তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান' এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না।

তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেটে যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না। সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট।

পশ্চিমের বিখ্যাত 'চার্চ অফ স্যাটান' থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান?

চার্চ অব স্যাটান' জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা' আারেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। 'উইক্কা' শব্দটি এসেছে 'উইচ' শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চার অনেক কিছুকেই 'কালো জাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট।

শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

পুজোতে চুলকে করে তুলুন সুন্দর স্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল

প্রেস কার্ড নিউজ ডেস্ক :

পুজোর সাজ-গোজের সঙ্গে একঢাল সুন্দর চুল কে না চায়! সুন্দর সাজ-গোজের সঙ্গে চুল যদি ঠিক না থাকলে চলে, তাই হাতে গোনা এই কয়েকদিনে মেনে চলুন ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি। যার দ্বারা আপনি পেতে পারেন সুন্দর মোলায়েম চুল। সঠিক শ্যাম্পু বাছুন। আপনার চুলের জন্য উপযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, আপনার চুলের ধরণ অনুযায়ী সঠিক শ্যাম্পু না বাছলে চুলের উপকার হবে না। উল্টে ক্ষতি হতে পারে। যেমন খুশকির সমস্যা থাকলে ব্যবহার করুন অ্যান্টি ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু। চুলে রং করা থাকলে ব্যবহার করুন কালার গার্ড যুক্ত শ্যাম্পু। এছাড়া চেষ্টা করবেন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান যুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করার। রোজকার বাইরে বেড়োনোর ফলে

আমাদের স্ক্যাল্পে ধুলো, ময়লা জমতে থাকে। সেগুলো পরিষ্কার করা খুব জরুরি।তাই খুব বেশি দিন অন্তর শ্যাম্পু করা উচিত নয়।

শ্যাম্পুর পর চুলের কন্ডিশনিং করা অত্যন্ত জরুরি। চুলে শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার না দিলে চুল রুক্ষ ও ফ্রিজি হয়ে যেতে পারে। চুল মোলায়েম রাখতে সাহায্য করে কন্ডিশনার। তবে মাথায় রাখবেন স্ক্যাল্পে যেন কন্ডিশনার না লাগে। স্ক্যাল্পে কন্ডিশনার লাগলে চুলের গোড়া আলগা হয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র শ্যাম্পু বা কন্ডিশনার না, তার পাশাপাশি দরকার চুলে তেল দেওয়া। তেল চুলের পুষ্টি যোগায়। ভালো ফল পাওয়ার জন্য একটা বাটিতে নারকেল তেল নিয়ে সেটা হালকা গরম করে নিয়ে লাগাতে পারেন।সপ্তাহে দুবার না পারলেও একবার অন্তত তেল মালিশ করুন, চেষ্টা করবেন স্ক্যাল্পে ভালো করে তেল দেওয়ার, কারণ চুলের লম্বা অংশে তেল লাগিয়ে সেরকম বিশেষ উপকার পাবেন না। চুলে তেল লাগিয়ে বাইরে বেরোবেন না, খুব তাড়াতাড়ি ধুলোময়লা টেনে নেয়। আর তেল লাগানোর পর চুল আঁচড়াতে চাইলে মোটা দাঁড়ার চিরুনি ব্যবহার করুন। এছাড়া তেল লাগিয়ে খুব টাইট করে চুল বাঁধবেন না।

রঞ্জনা ২-এর রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করবেন সারা আলি - ধনুশ

আনন্দ এল রাইয়ের শেষ ছবি জিরো বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়েছিল। আর এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান, ক্যাটরিনা কাইফ এবং অনুষ্কা শর্মা। পরিচালক তার পরবর্তী প্রকল্প শুরু করতে প্রস্তুত, এবং রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করছেন সারা আলি খান এবং দক্ষিণ তারকা ধনুশ। ছবিটি আনন্দের আগের ছবি রঞ্জনার সিক্যুয়াল বলে জানা গেছে।ছবির শুটিং ২০১৯ সালের ডিসেম্বর বা ২০২০ সালের জানুয়ারিতে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, 'এটি সত্যিকার অর্থেই একটি সিক্যুয়াল নয়, এটি একটি গল্প যা আনন্দের তনু ওয়েডস মনু-র ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তবে তার নতুন ছবির থিমটি রঞ্জানার সাথে খুব মিল আছে। ভিন্ন গল্প এবং নতুন চরিত্রগুলির সাথে এর মধ্যে রঞ্জানার সমস্ত উপাদান রয়েছে এবং তাই তারা নামটি রঞ্জনা ২ নামকরণ করার পরিকল্পনা করছেন।সোনম কাপুর অভিনীত ছবিটির মতো এই ছবিতেও উত্তর ভারতে শুটিং করা হবে এবং এতে হাস্যরস এবং আকর্ষণীয় প্লট থাকবে। ধনুশ বলিউডে প্রবেশ করেছিলেন রঞ্জনা ছবির মাধ্যমে। এটি ২০১৩ সালে প্রেক্ষাগৃহে হিট করার সময় এটি একটি বিশাল সাফল্য ছিল।

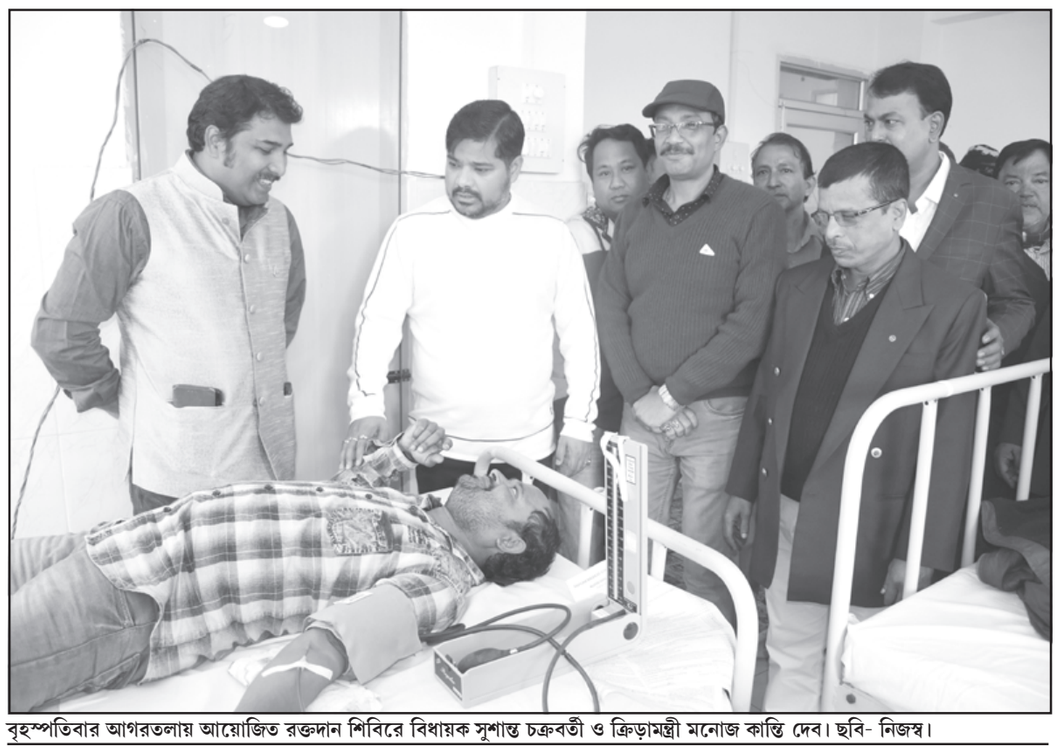

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক সুশান্ত চক্রবর্তী ও ক্রিড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ে ভারত-বাংলা সীমান্তের টুকরগ্রামে পাঁচ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

কাটিগড়া (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : গতকাল বুধবার এক অভিযান চালিয়ে লক্ষ্মীপুর মহকুমার মাখননগর দীঘলিতে অভিযান চালিয়ে ৬০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছিল কাছাড় পুলিশ। সেই সঙ্গে আব্দুল হান্নান ও আব্দুল কালাম আজাদ নামের নেশাকারবারি দুই ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আজ বৃহস্পতিবার এই একই জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী টুকরগ্রামে নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করেছেন সীমান্ত সুরক্ষারক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা।

বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিকের কাছে জানা গেছে, টুকরগ্রামের সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় কাটাতারের বেড়ার এ-পারে কালো রঙের প্লাস্টিক শিট দিয়ে মোড়া পাঁচটি প্যাকেট উদ্ধার করেন জওয়ানরা। প্যাকেটগুলি খুলে এগুলোর ভিতর থেকে ১,০০০টি নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এগুলোর বাজারমূল্য প্রায় পাঁচ লশক্ষ টাকা। বিএসএফ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি সঙ্গে সঙ্গে কাছাড় পুলিশের ঊর্ধতন মহলকে অবগত করেন। পরে উদ্ধারকৃত নেশার ট্যাবলেটগুলি পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে জানান বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিক। তবে এই সব নেশা সামগ্রীর সঙ্গে জড়িত অভিযোগে কাউকে ধরা যাননি বলেও জানান তিনি।

সেনাপ্রধানের মন্তব্য নিয়ে ভিন্ন মত রাজনৈতিক মহলের

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে হিংসাত্মক ঘটনার নিন্দা করেছেন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত। সেনাপ্রধানের মন্তব্য নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি জানিয়েছেন, তাঁর (সেনাপ্রধান) বক্তব্য মোদী সরকারের নেতিবাচক দিক ফুটে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজের ওয়েবসাইটে লিখেছিলেন যে জরুরি অবস্থায় ছাত্রাবস্থায় তিনি নিজে আন্দোলনে নেমেছিলেন। ফলে সেনাপ্রধানের মন্তব্য অনুযায়ী এমন পদক্ষেপ ভুল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী নৌসেনা প্রধান বিষ্ণু ভাগতকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কি কারণে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সরকারের উচিত তা খতিয়ে দেখা। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জারি করা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। সরকার বিরোধী আন্দোলনে দোষের কোনও কারণ নেই।

কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং জানিয়েছেন, 'আমি সেনাপ্রধানের কথায় সহমত। নিজের স্বার্থের জন্য সাম্প্রদায়িক হিংসাকে নরসংহারের পর্যায়ে যারা নিয়ে যায়, তাদেরকেও হিংসা বলা যায় না। সেনাপ্রধান আপনি কি আমার কথায় সহমত?'

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার নেতা রামদাস আঠাওয়ালে সেনাপ্রধানের মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সেনাপ্রধান সঠিক কথা বলেছেন। নেতাদের উচিত তাঁর সঙ্গে থাকা ভিড়কে হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে সরিয়ে রাখা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ ভাবে করিয়ে দেখিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং বি আর আম্বেডকর। সাধারণ মানুষের সম্পত্তি নষ্ট করে আন্দোলন করা উচিত নয়। প্রত্যেক নেতার উচিত নিজের দলকে সঠিক পথে চালনা করা। শান্তিপূর্ণ ভাবেই সকলের আন্দোলন করা উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন বিপিন রাওয়াত জানিয়েছিলেন, নেতা তারাই যারা সঠিক পথে চালিত করে ও সঠিক পরামর্শ দেন। ভুল পথে মানুষদের চালিত করা ব্যক্তি নেতা নন। যে ভাবে বিপুল সংখ্যার ভিড়কে বিভিন্ন শহর, নগরে অগ্নিসংযোগ এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল নেতাদের কোনও ভাবেই নেতা বলা চলে না। এদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের পড়ুয়াদের হিংসাত্মক আন্দোলন নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

জলপাইগুড়িতে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মানিকগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ী-২ প্রামানিক পাড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে খবর মৃতার নাম ভগবতী রায়। বয়স ৫২ বছর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে প্রতিবেশী গৃহবধূ ভবানী রায় বাড়ির পাশে একটি পুকুরে মৃতদেহটি ভাসতে দেখেন। কাছে গিয়ে দেখেন সেটি ভগবতী রায়ের দেহ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে অন্য প্রতিবেশীদের ডাকেন। মৃতার বাড়ির লোকদেরও খবর দেন। বাড়ির লোকজন এসে দেহটি জল থেকে উদ্ধার করেন। এরপরেইখবর দেওয়া হয় মানিকগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে।মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ এসে মৃত দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

নারী দিবসেই ফাঁস হবে ঋতাভরীর গোপন কম্ম

কলকাতা,২৬ ডিসেম্বর (হি.স.):নারী মাত্রই দশভূজাউ আর সে যেমন রাঁধতে জানে তেমনই কড়া হাতে নিতে জানে দায়িত্বওউ আর তাই মা দুর্গার মতো দশ হাত নিয়ে দশভূজার বেশে হাজির হবেন অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তীউ আর এই দশভূজাকে দেখা যাবে শিবপ্রসাদ-নন্দিতার প্রযোজনায় অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি ছবিতেউ মুক্তি পেল নয়া পোস্টার। 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি'-এই ছবিটি চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে সমাজকে এক মেসেজ দেবে উ মেয়েদের নিয়ে স্টিরিওটিপিক্যাল ধারণা ভাঙবেন ঋতাভরীউ পুজো মানে উৎসবের আড়ালে লিঙ্গ বৈষম্য নয়, প্রকাশ্যে যা কিছু উচিত তার শুভ সূচনা করা সূচনা। নারীদের ন্যায্য সম্মানের কথা বলবে 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি' এই ছবিটিউ মেয়েদের জীবনের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে কত গোপন কম্ম, মুখোশের আড়ালেউ কারণ, প্রকাশ্যে আনা বারণ যে, তাঁরা তো মেয়ে!

পুনের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, নিহত ২ জওয়ান

পুনে, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : পুনের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ব্রিজ বানানোর প্রশিক্ষণের সময় দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হল দুই সেনা জওয়ানের। বৃহস্পতিবার দুপুরের মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি জখম হয়েছেন আরও নয়জন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যদিনের মত বৃহস্পতিবারও প্রশিক্ষণ চলছিল। সকাল থেকেই কলেজের ছাত্রদের ব্রিজ তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন আধিকারিকরা। সেসময় আচমকা দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দুই জনের মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে উ এছাড়া আহত হন আরও নয়জন উ যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের আবস্থা গুরুতর জখম। জখমদের মধ্যে একজন জুনিয়ার কমান্ড অফিসার (জেসিও)ও আছেন বলে খবর। তাঁদের স্থানীয় সেনা হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

ভারতীয় সেনা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ওই কলেজে দুর্গম এলাকায় কীভাবে তড়িঘড়ি ভ্রাম্যমান ব্রিজ তৈরি করা হবে তার প্রশিক্ষণ চলছিল।

দুপুরবেলা আচমকা ব্রিজের একটি থাম আচমকা হড়কে যায়। আর তার নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই দুইজন প্রাণ হারান উ এছাড়া এই ঘটনায় আরও নয়জন জখম হন। তাঁদের মধ্যে একজন জুনিয়ার কমান্ড অফিসারও আছেন। পুনের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেনা জওয়ানদের। মূলত কারিগরী শিক্ষার ক্লাস করানো হয় সেখানে। এর মধ্যে রয়েছে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, বর্ডার রোডস ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস, কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ার এবং সার্ভের বিষয়টিও যুক্ত আছে।

অখিল গগৈয়ের জামিন না-মঞ্জুর, ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় জিম্মায় পাঠালো আদালত

গুয়াহাটি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : 'মাওবাদী' তথা 'দেশদ্রোহী' অভিযোগে গ্রেফতার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈয়ের জামিন আবেদন না-মঞ্জুর করে দিয়েছে গুয়াহাটিতে অবস্থিত এনআইএ-র বিশেষ আদালত। তাঁকে আরও ১০ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। কিন্তু এই আবেদন খারিজ করে অখিলকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। সে অনুযায়ী কৃষক নেতাকে গুয়াহাটি জেলা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগামী ১০ জানুয়ারি পুনরায় তাঁকে বিশেষ আদালতে হাজির করবে তদন্তকারী সংস্থা।

নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে গোটা অসম যখন আন্দোলনে উত্তাল, তখন গত ১২ ডিসেম্বর অখিল গগৈকে যোরহাটে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এর দুদিন পর ১৪ ডিসেম্বর জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে মাওবাদী তথা দেশদ্রোহী, বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত অভিযোগ তুলে এজাহার দাখিল করে। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অপরাধজনিত ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত আইনের ধারা লাগিয়ে ১৬ ডিসেম্বর কৃষক নেতা অখিলকে গ্রেফতার করেছিল এনআইএ। ১৭ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে অবস্থিত এনআইএ আদালতে অখিলকে হাজির করিয়ে তদন্তকারী সংস্থাটি তাঁকে নিজেদের হেফাজতে চেয়েছিল। আদালত ১০ দিনের জন্য এনআইএ জিম্মায় পাঠায় কৃষকনেতা গগৈকে। জিম্মায় নিয়ে তদন্তের স্বার্থে গগৈকে নয়াদিল্লিতে নিয়ে যায় এনআইএ। হেফাজতের মেয়াদ শেষ হলে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করে বুধবার রাতে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের অন্যতম হোতা কৃষকনেতা অখিল গগৈকে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে বিমানে দিল্লি থেকে গুয়াহাটি নিয়ে এসেছিল এনআইএ। আজ বেলা ১-টায় তাঁকে এনআইএ-র বিশেষ আদালতে পেশ করা হয়। সে থেকে সন্ধ্যা ৫:৪৫ মিনিট পর্যন্ত প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বিশেষ বিচারপতির আদালতে শুনানি চলে। শুনানিকালে বিচারপতি এনআইএ, যোরহাট এবং রাজ্য পুলিশের কাছে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে জানতে চেয়েছেন, সেদিন ১৭ ডিসেম্বর বিশেষ আদালতে হাজির করার প্রথম দিন একজন অপরাধীর মতো অখিল গগৈকে কেন হাতকড়া পরিয়ে আনা হয়েছিল? আগামী ১০ জানুয়ারি নোটিশের জবাব দিতে আদালত নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, অখিলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০ বি (অপরাধজনিত ষড়যন্ত্র), ১২৪ এ (দেশদ্রোহ), ১৫৩ এ (বেআইনি) এবং ১৫৩ বি (বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ) আইনের ধারা ১৮ ও ৩৯ ডি-র অধীনে ১৩/২০১৯ নম্বরের মামলা রুজু করে এনআইএ।

এদিকে, আজ অখিল গগৈয়ের বাসগৃহে এনআইএ-র এ সকাল প্রায় ৭:৩০ মিনিটে অভিযান চালিয়েছিল। জানা গেছে, অভিযানকারীরা তাঁর ঘর থেকে এনএইচপিসি সংক্রান্ত ফাইল, ব্যাংকের পাসবুক-সহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, ল্যাপটপ ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করেছেন।

রাহুলকে মিথ্যার রাজা বলে কটাক্ষ সম্বিতের

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন কংগ্রেসের ওয়ানাডের সাংসদ রাহুল গান্ধী। পাল্টা তাঁকে মিথ্যা কথা বলার রাজা বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র।

বৃহস্পতিবার দলের সদর দফতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে অযথা মিথ্যা ছড়াচ্ছেন রাহুল গান্ধী। বিজেপি শাসিত রাজ্যে ভারতীয় মুসলমানেদের আটকে রাখার জন্য কোথাও কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা হয়নি। পুরোটাই কংগ্রেসের ছড়ানো গুজব। পাল্টা সম্বিতের দাবি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে অসমে তিনটি ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল। অসমের গোলপাড়া, কোকড়াঝাড় এবং শিলচরে এই ডিটেনশন ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই সময়ের কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছিল ৩৬২জনকে ওই ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। মিথ্যা কথা বলার জন্য রাহুল গান্ধীর উচিত ক্ষমা চাওয়া। রাহুলের কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এনআরসির সঙ্গে ডিটেনশন ক্যাম্পের কোনও রকমের সম্পর্ক নেই। উল্লেখ করা যেতে পারে রাহুল গান্ধী নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, 'ভারত মাকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে আরএসএস প্রধানমন্ত্রী।'

বৃহস্পতিবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে মাও সে তুং এর প্রয়াণ দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে জিততে চাইছেন মমতা, অভিযোগ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি. স.) এনআরসি নিয়ে কেন্দ্র আপাতত ধীরে চলো নীতি নিলেও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ মনে করেন, দেশের স্বার্থে এখনই এটা চালু করা উচিত। নাগরিক আইন এবং এনপিআর-এরও জোরালো সওয়াল করেন তিনি। এই সঙ্গে অভিযোগ করেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে মমতা জিততে চাইছেন।'

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে দিলীপবাবু বলেন, এনআরসি এখন হয়ত এটা হবে না। কবে, কীভাবে হবে, সরকার বলবে, না সুপ্রিম কোর্ট এ নিয়ে কোনও নির্দেশ দেবে, জানি না। অসমে রাজীব গান্ধীর আমলে এনআরসি-র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হচ্ছিল। আমাদের কথায় এটা হচ্ছিল না। কোটি কোটি বিদেশি অনুপ্রবেশকারী ঢুকে আছে এ রাজ্যে। এই কারণেই এনআরসি দরকার।

এনপিআর প্রসঙ্গে মমতার আপত্তির প্রতিক্রিয়া চাইলে দিলীপবাবু বলেন, ''এটাও আমাদের ভাবনা নয়। ২০১০-এ কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল, এটা তখনকার পরিকল্পনা। মমতার কাজই হচ্ছে উন্নয়নে বাধা থেওয়া। এটা ওঁর বরাবরের অভ্যাস। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে উনি জিততে চাইছেন।'

বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকুমার বসু প্রকাশ্যেই সিএএ এবং এনআরসি-র সঙ্গে ধর্মের বিষয় যুক্ত করায় প্রতিবাদ করেছেন। এ নিয়ে প্রশ্ন করলে দিলীপবাবু বলেন, ''সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক শিক্ষিত লোকেরও এ নিয়ে ধারণাটা স্পষ্ট নয়। আমরা বিজেপি-র তরফে এ নিয়ে প্রশিক্ষণশিবির করছি।'

এনপিআর-এর আবেদনপত্রে বাবা-মায়ের জন্মস্থান ঘোষণা বাধ্যতামূলক হওয়ায় অভিযোগ উঠেছে বিভিন্নমহলে। এ প্রসঙ্গে আজ দিলীপবাবু বলেন, ''রাষ্ট্রের তো জানার অধিকার আছে! আমরা তো বাবা-মায়ের জন্মের কোনও নথি বা প্রমাণপত্র চাওয়া হচ্ছে না! গত জনগণনায় দেখা গিয়েছে ৫৫ লক্ষ লোক বাইরে থেকে ভারতে এসেছেন। গত ৫০-৬০ বছরে কত লোক বাইরে থেকে ভারতে এসেছে, তার একটা তথ্য থাকলে ক্ষতি কোথায়?''

এদিকে, সিএএ-র সমর্থনে এক কোটি চিঠি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে পাঠাচ্ছে রাজ্য বিজেপি। নতুন বছরের শুরু থেকেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে জনমত সংগ্রহ করতে নামছে বিজেপি। সিএএ-র সমর্থনে কলকাতায় মহামিছিল কর্মসূচি সেরে দিল্লি ফিরে যাওয়ার আগে কাল রাজ্য বিজেপির শীর্ষ কয়েকজন নেতার সঙ্গে অল্প সময় বৈঠক করেন সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডা। বৈঠকেই তিনি নির্দেশ দেন, সিএএ নিয়ে তৃণমূলের প্রচারের পাল্টা প্রচারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে।

এর আগে এনআরসি ও সিএবি পাশের দাবিতেও রাজ্য থেকে প্রায় এক কোটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে। সেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। এবার সিএএ নিয়ে প্রচারের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে গেলেন জেপি নাড্ডা।

জামিন না-মঞ্জুর অখিল গগৈয়ের, ১৪ দিনের বিচরবিভাগীয় জিম্মায় পাঠালো আদালত

গুয়াহাটি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : 'মাওবাদী' তথা 'দেশদ্রোহী' অভিযোগে গ্রেফতার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈয়ের জামিন আবেদন না-মঞ্জুর করে দিয়েছে গুয়াহাটিতে এনআইএ-র বিশেষ আদালত। তাঁকে আরও ১০ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে আবেদন জানিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। কিন্তু এই আবেদন খারিজ করে অখিলকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। সে অনুযায়ী কৃষক নেতাকে গুয়াহাটি জেলা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জামিয়া মিলিয়া, যাদবপুর নিয়ে কঠোর রাজ্য বিজেপি

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ছাত্র সমাজকে খেপিয়ে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি নির্যাতন নিয়ে এক সমাবেশে অভিযোগ করেন। এ প্রসঙ্গে এ দিন সাংবাদিক সম্মেলনে দিলীপবাবু বলেন, আগে ঠিক করুন উনি সমাজবিরোধীদের সঙ্গে আছেন না মানুষের সঙ্গে? উনি কি যাদবপুরের ওই পড়ুয়াদের সঙ্গে আছেন, যারা আচার্যের বসার আসনে জুতো রেখে গিয়েছিল? রাজ্যপালকে উনি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করছেন। পাড়ায় কিছু ছেলে ছোট ছোট যে সব গালি দেয়, সে রকম কথা বলছেন। উনিই আইন-শৃঙ্খলার অবনতির মূল কারণ।

কলকাতার রাজাবাজার এলাকায় হাসপাতালের সামনে মাইক বাজিয়ে তৃণমূল সভা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে বলেন, ''ওরা আদৌ মিছিল-সমাবেশের জন্য পুলিশি অনুমতি নেয় কিনা, জানিনা। উনি ভোটদাতাদের বিরুদ্ধে কিছু করবেন না। খালি নাটক করছেন। মানুষকে অতিষ্ঠ করে দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ওঁর সঙ্গে নেই। বিশেষ পোষাক পড়ে বিজেপি সমস্যা তৈরি করছে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিযোগ করেছেন, সে প্রসঙ্গে দিলীপবাবু এ দিন বলেন, ক'জনকে ওঁর পুলিশ এ কারণে গ্রেফতার করেছে? মিথ্যে কথা বলে লোককে বিভ্রান্ত করতে পারবেন না।

দিল্লিতে ১০০টি নতুন বাসের উদ্বোধন করলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বড়দিনের পরের দিন বৃহস্পতিবার দিল্লিবাসীকে একশোটি নতুন বাস উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অত্যাধুনিক এই বাসগুলিতে রয়েছে জিপিএস ট্রেকার, প্যানিক বোতাম, সিসিটিভি ক্যামরা। পাশাপাশি বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্যেও রয়েছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা। দিল্লির পরিবহণকে আধুনিকীকরণ করাই যে আপ সরকারের লক্ষ্য, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। আগামী পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে এমন আরও ১০০টি আধুনিক বাস নামানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন কেজরিওয়াল।

এদিন রাজঘাট ডিপো থেকে পতাকা নাড়িয়ে বাসগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী কৈলাস গেহলট। এদিন পরিবহণমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রতিটি বাসের মধ্যে ১৪টি প্যানিক বোতাম রয়েছে, তিন করে সিসিটিভি থাকার পাশাপাশি রয়েছে হাইড্রোলিক লিফট।

বৃহস্পতিবার পুথিবা নাইহারওবা উৎসব নিয়ে কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে করেন। ছবি- নিজস্ব।

গুয়াহাটিতে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় হত যুবক

গুয়াহাটি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের আদাবাড়ি এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক যুবকের অকালে মৃত্যু হয়েছে। নিহত যুবককে জনৈক ফারহান নাদিম বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি গাড়িগাঁও এলাকায়।

জানা গেছে, আজ দুপুরে অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ফারহান নাদিমের এএস ০১ ডিএস ৩০১০ নম্বরের অ্যাক্টিভার। সংঘর্ষে ছিটকে পড়ে নাদিম। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, বিকট শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখেন একটি স্কুটারের কিছু দূরে জনৈক যুবক রক্তাক্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে রয়েছেন। ছুটে আসেন আরও কয়েকজন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ রক্তাক্ত ফারহানকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে দুর্ঘটনা সংগঠিত করে ঘাতক বাস নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় চালক। পুলিশ ছুটে গিয়ে আটক করে বাস-সহ তার চালককে। বাস এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত অ্যাক্টিভাকে নিজেদের জিম্মায় নিয়েছে পুলিশ। তাছাড়া নিহত ফারহানের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ড্রোন উড়ানোয় বন্ধ সৃজিতের ছবির শ্যুটিং

জলপাইগুড়ি,২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শ্যুটিং করতে গিয়ে ড্রোন উড়ানোই হল কাল ঊ গরুমারা জাতীয় উদ্যান এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে শ্যুটিং করতে গিয়ে বন্ধ হল পরিচালক সৃজিতের 'ফেলুদা ফেরত'-র শ্যুটিং ঊ জাতীয় উদ্যান এলাকায় শ্যুটিং করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে যে অনুমতির প্রয়োজন ছিল, তা ছিল না সৃজিতের ঊ চালসা রেঞ্জের পানঝোড়া বস্তি লাগোয়া জঙ্গল এলাকায় চলছিল ফেলুদার পাশেই মূর্তি নদী চড়েই ড্রোন উড়িয়ে চলছিল শ্যুটিং। কিন্তু জাতীয় উদ্যান এবং উদ্যান-সংলগ্ন এলাকায় শ্যুটিংয়ের জন্য বিশেষ অনুমতির দরকার হয়ঊ কিন্তু তা না থাকায় বনদফতরের তরফে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে রাখা হয় শ্যুটিং ঊ

প্রসঙ্গত , 'ছিন্নমস্তা' ও 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে' নিয়ে গল্প এগোবে সৃজিতের নয়া সিরিজের 'ফেলুদা ফেরত'-র ঊ সৃজিতের ফেলুদা টোটা আর অন্যদিকে লালমোহনবাবুর ভূমিকায় ধরা দেবেন অনির্বাণ চক্রবর্তী ঊ আর তোপসের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা কল্পনকে ঊ এই প্রথমবার সৃজিতের সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন টোটা ঊ

কংগ্রেস কোনও কথাই শোনেনি, নতুন দল গঠন করতে চলেছেন সাবিত্রী ফুলে

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস তাঁর কোনও কথাই শোনেনিঊ তাই এবার নিজস্ব দল গঠন করতে চলেছেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সাবিত্রী বাই ফুলেঊ কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ যে, কংগ্রেস থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন সাবিত্রী বাই ফুলেঊ চলতি বছরেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সাবিত্রী বাই ফুলেঊ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদের অভিযোগ, 'কংগ্রেসে আমার কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নিঊ শোনা হয়নি আমার কোনও কথাঊ তাই কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছিঊ' অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে আর যোগ দেবেন না, সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন সাবিত্রী বাই ফুলেঊ সাবিত্রী বাই ফুলে জানিয়েছেন, 'আমি নিজস্ব দল গঠন করবঊ'

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মার্চ মাসে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সাবিত্রী বাই ফুলেঊ গত বছর বি আর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন বিজেপির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সাবিত্রীঊ এবার সাবিত্রীর অভিযোগ, 'কংগ্রেসে আমার কথা শোনা হচ্ছে নাঊ' ২০০০ সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সাবিত্রীঊ ২০০২, ২০০৭ এবং ২০১২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনিঊ ২০১২ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন তিনিঊ এরপর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও জয়ী হয়েছিলেনঊ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১৫০ টেস্ট খেলার নজির এন্ডারসনের

সেঞ্চুরিয়ান, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : দ্বিতীয় ইংরেজ ক্রিকেটার হিসেবে ১৫০টি টেস্ট খেলার নজির গড়লেন কিংবদন্তি ইংরেজ পেসার জেমস এন্ডারসন। তাঁর আগে ইংরেজ ক্রিকেটার হিসেবে ১৬১টি টেস্ট খেলেছিলেন স্যার এলাসটিয়ার কুক। অন্যদিকে গোটা বিশ্বের নিরিখে নবম ক্রিকেটার হিসেবে এই ১৫০ টেস্ট খেলিয়ের ক্লাবে ঢুকে পড়লেন তিনি। জেমসের আগে রয়েছেন শচীন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, স্টিভ ওয়, রিকি পয়েন্টিং, অ্যালেন বর্ডার, জ্যাক কালিস, চন্দ্রপল, এলাসটিয়ার কুক।

উল্লেখ করা যেতে পারে সেঞ্চুরিয়ানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নামছেন ইংল্যান্ড। মাত্র ২০ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে এন্ডারসনের। ২০০২-০৩ অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যান্ড দলে অ্যান্ডারসন অন্তর্ভুক্ত হন। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি তার উজ্জ্বল উপস্থিতি তুলে ধরেন। একদিনের ক্রিকেটে ২৬৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি। টেস্টে এখনও পর্যন্ত ৫৭৬টি উইকেট নিয়েছেন।

পটাশপুরে ধান জমিতে মৃতদেহ উদ্ধার

পটাশপুর, ২৬ শে ডিসেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার অন্তর্গত ফাঁকা ধানজমি থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। বুধবার বিকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর রাতে বাড়ি না ফিরে এলে তার আর কোনও সন্ধান মিলছিল না।

মৃত ব্যক্তির নাম নিতাই মাইতি (৪৫)। তাঁর বাড়ি পটাশপুরের রামবাসান গ্রামে। এদিন সকালে মৃতদেহটিকে তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরের ধানজমিতে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। মৃতদেহের পাশের পড়ে ছিল ওই ব্যক্তির সাইকেল। তাঁর ব্যবহৃত মোবাইলটিও পড়ে ছিল তারই পাশে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পটাশপুর থানার পুলিশ। তাঁরা দেহটিকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি একজন চাষী হলেও এলাকায় তাঁর সুদের কারবার চলত।

গতকাল বিকেলে তিনি বাড়ি থেকে সাইকেলে করে বেরিয়ে যান। পরে রাতের দিকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলেও সেটি বন্ধ ছিল।এরপর সকালে তাঁকে মাঠের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের পরিবারের দাবী, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। তদন্তকারী পুলিশেরাও জানিয়েছেন, মৃতের গলায় দাগ রয়েছে। পটাশপুর ওসি রাজকুমার দেবনাথ জানিয়েছেন, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারন জানা যাবে। সেই সঙ্গে পুরো ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সঙ্গে বড়দিন উদযাপন পন্তের

দুবাই, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : দুবাইতে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সঙ্গে বড়দিন উদযাপন করলেন দেশের উঠতি উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্ত। পরে উদযাপনের ছবিটি তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন।

একদিনের ক্রিকেটের পাশাপাশি টি২০তে ধোনির যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে নির্বাচকদের প্রথম পছন্দ পন্ত। কিপিং করার পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও সমান দক্ষতা দেখিয়েছে। ধোনি ও আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে দুবাইয়ে বড়দিন পালনের ছবি পন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। সঙ্গে অনুরাগীদের উদ্দেশ্য বড়দিনের শুবেচ্ছাবার্তাও দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। এমএস ধোনি ফ্যানস অফিসিয়াল নামক টুইটার হ্যান্ডেলেও ধোনি-পন্তের বন্ধুদের সঙ্গে নৈশভোজের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করা হয়। এই প্রথম নয়, পন্তকে অবসর পেলেই ধোনির সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যায়। যদিও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাঠে নেমে ছোটখাটো ভুল ভ্রান্তিতেই ঋষভকে দর্শদের টিটকিরি শুনতে হয় 'ধোনি ধোনি' আওয়াজে। বেশ কয়েক মাস ব্যাট হাতে নজর কাড়তে না পারলেও ঋষভ অবশেষে ফর্মে ফিরেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত ওয়ান ডে সিরিজে। তিন ম্যাচে সিরিজে পন্ত ব্যাট হাতে ১১৭ রান সংগ্রহ করেন ।

ঠান্ডায় জবুথবু রাজ্য, বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা রাজ্যের। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। রাজ্যের কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃহস্পতিবার ২ ডিগ্রি চড়েছে পারদ। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। সেইসঙ্গে কলকাতা-সহ পার্শবর্তী জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পার্শবর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড লাগোয়া জেলাগুলিতে অবশ্য বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সারাদিনই আকাশ মেঘলা থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর। তবে তাপমাত্রা বাড়লেও বাতাসের শিরশিরানি বেশ ভালই বোঝা যাচ্ছে। শীতের আমেজ কিন্তু একটুও কমেনি। উত্তরবঙ্গে অবশ্য ঠান্ডার পরিস্থিতি একই থাকছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে এই মেঘলা পরিবেশ ও বৃষ্টি বেশিদিন থাকবে না বলেই জানিয়েছে আলিপুর। কয়েক দিন পর থেকে ফের বাংলায় জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়বে বলেই জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। এই ঠান্ডা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

সেনা আধিকারিকের

তিনের পাতার পর

মানুষদের চালিত করা ব্যক্তি নেতা নন। যে ভাবে বিপুল সংখ্যার ভিড়কে বিভিন্ন শহর, নগরে অগ্নিসংযোগ এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল নেতাদের কোনও ভাবেই নেতা বলা চলে না।

আত্মঘাতী ছেলে

তিনের পাতার পর

ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বারুইপুরের বেলেগাছি রামকৃষ্ণপল্লি এলাকার বাসিন্দা উত্তম মন্ডলের মেজো ছেলে সাগর। কলকাতার এক বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করে। এই প্রসঙ্গে বাবা উত্তম মন্ডল বলে,বুধবার বড়দিনের রাতে বাড়ির কাছে ছেলে বন্ধুদের সাথে পিকনিক করছিল। পিকনিকে মদ্যপান করেছিল। এর জেরে বাড়িতে ফিরতে রাত হয়। তাই একটু বকাবকি করি। এরপরে ছেলে ঘরে শুতেও চলে যায় সকালে জানালা দিয়ে দেখি ঘরে ঝুলন্ত দেহ। অভিমানে আত্মহত্যা করবে ভাবিনি। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে।

মোশাররফ হোসেন

তিনের পাতার পর

সেইদিন ডাকসু ভিপি ও তার সঙ্গীদের ওপর হামলা করে। এ হামলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রের ওপর আক্রমণ। তাদের নির্বাচিত ভিপি নুর। নুরের ওপরে আক্রমণ সারা বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের ওপর আক্রমণ। ডাকসুর সাবেক ভিপি আমান উল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন, ডাকসুর সাবেক ভিপি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডির সভাপতি আ স ম আব্দুর রব, ডাকসুর সাবেক জিএস ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম প্রমুখ।

এসএফআই-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ ডিসেম্বর ।। এসএফআই-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। কৈলাসহরে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এসএফআই চন্ডীপুর অঞ্চল কমিটি আগামী আঠাশ ডিসেম্বর থেকে ত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী নানান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। রক্তদান শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, আলোচনা চক্র এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি নানান কর্মসূচি এই তিনদিনে অনুষ্ঠিত হবে। কৈলাসহরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই কৈলাসহর বিভাগীয় কমিটির সহ-সম্পাদক সাগর ভট্টাচার্য, ছাত্র নেতা রোহন দাস, জাহির আলি, বিকাশ ভট্টাচার্য।

অমিত শাহ

আটের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ দেশের জনগণের সামনে নতুন সংস্কৃতিতে উন্নয়নের কাজ করার দৃষ্টান্ত রেখেছেন প্রধানমন্ত্রীইঊ দেশের সামনে কর্মসংস্কৃতির নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত রেখেছেন, অর্থাত যে সরকার কোনও কাজের জন্য ভূমি পুজো করবে, সেই সরকারই উদ্বোধন করবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যেই জনগণ ওই কাজের বাস্তব চিত্র দেখতে পারবেনঊ অমিত শাহ এদিন আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির উন্নয়নের যে নকশা এঁকেছেন, সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনাও করা হয়েছেঊ দেশের প্রতিটি ঘরে নলের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ বিজেপি সরকার করতে চলেছে, কেজরিওয়াল বিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রকল্পের সুনাম অর্জনের চেষ্টা করছেনঊ প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছেন দেশের প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়া হবে।

দাবি গিরিরাজের

আটের পাতার পর

জন্য তাঁরা ভারতের বিরোধী দলগুলিকে ব্যবহার করতে চাইছে। আসাদউদ্দিন ওয়েইসির বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, আইনের প্রতি ওয়েইসির কোন আস্থা নেই। সংসদে দাঁড়িয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে ছিড়ে ফেলেছিলেন। সংসদে জাতীয় সঙ্গীত বাজলে তিনি তার থেকে পালিয়ে বেড়ান। ওয়েইসির ভাই আকবরউদ্দিন ওয়েইসি দাবি করেছেন যে ১৫ মিনিটের জন্য পুলিশ সরিয়ে দিলে হিন্দুদের উপর হামলা চালানো হবে। ভারতকে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

এদিন গিরিরাজ সিং চৌহান দাবি করেন যে ২০১০ সালে কংগ্রেস আমলে ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের আমলে প্রথম এনপিআর তৈরি করা হয়।

বনধ কর্মসূচি

আটের পাতার পর

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের পাশাপাশি কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ের নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে তাঁদের সংগঠন আগামী ৩০ ডিসেম্বর ভোর ৫-টা থেকে ১২ ঘণ্টার অসম বনধ কর্মসূচি পালন করবেন। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে আহূত বনধ-কে বিভিন্ন দল-সংগঠন সমর্থন করেছে বলে জানান শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ অসম-এর সভাপতি প্রদীপ কলিতা।

উল্লেখ্য, গত ১৪ ডিসেম্বর জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করেছিল। এর পর ১৬ ডিসেম্বর কৃষক নেতা অখিলকে দেশদ্রোহী মামলায় গ্রেফতার করেছিল এনআইএ। ১৭ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে অবস্থিত এনআইএ আদালতে অখিলকে হাজির করিয়ে তদন্তকারী সংস্থাটি তাঁকে নিজেদের হেফাজতে চেয়েছিল। আদালত ১০ দিনের জন্য এনআইএ জিম্মায় পাঠায় কৃষকনেতা গগৈকে। জিম্মায় নিয়ে তদন্তের স্বার্থে গগৈকে নয়াদিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিল এনআইএ। আজ বৃহস্পতিবার ফের তাঁকে গুয়াহাটি নিয়ে আসা হয়েছে। তোলা হয়েছে এনআইএ আদালতে। তাঁর কেঁসুলি তাঁকে জামিনের আবেদন জানাবেন বলে জানা গেছে।

বাবুল ভদ্রকে শেষ শ্রদ্ধা সিপিএম নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য ও ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক বাবুল ভদ্রের মরদেহ বৃহস্পতিবার সিপিআইএম রাজ্য সদর কার্যালয়ের সামনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে বিরোধীদলনেতা মানিক সরকারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বাবুল ভদ্রের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় শেষ কৃত্য সম্পন্ন করার জন্য। বাবুল ভদ্রের মৃত্যুতে পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের বিশেষ ক্যালেন্ডার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। নতুন বছরের বিশেষ ক্যালেন্ডার নিয়ে আসছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। বৃহস্পতিবার ডন বস্কো চার্চে এই বিশেষ ক্যালেন্ডারের আবরণ উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের দুই ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা এবং রূপক সাহা। সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন ফাদার যুসেফ পুলিথনাথন এবং ফাদার ববি জন।

মূলত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর হিরক জয়ন্তী উপলক্ষে এই বিশেষ ক্যালেন্ডার তৈরী করা হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র

● **প্রথম পাতার পর**

কিলোমিটার এলাকা পড়েছে মায়ানমার ও বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়।

খাদ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির পক্ষে উন্নত ধানের মিল খোলা সম্ভব নয়। কিন্তু, ৮-১০ জন মিলে অনায়াসেই উন্নত ধানের মিল খুলতে পারেন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঋণ ত্রিপুরা সরকার বন্দোবস্ত করে দেবে। তাছাড়া, খাদ্য ও শিল্প দফতর অন্যান্য সহায়তা করবে।

আইপিএফটি

● **প্রথম পাতার পর**

কথায়, আমাদের দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে, আমরাও দায় এড়াতে পারি না। তাই, সমস্ত ঘটনার পর্যালোচনা করবে দল। তিনি বলেন, ওই অভিযোগ নিয়ে বিধায়কেরও বক্তব্য থাকতে পারে। তাঁর কথাও শুনব আমরা। তার পরেই দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেব, বলেন নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা।

নাবালিকা

● **প্রথম পাতার পর**

পরবর্তী সময় মঙ্গলবার এই বিষয়টি এলাকার লোকজন ও পুলিশের নজরে আসে।

পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ঘটনায় অভিযুক্ত ৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান বিজেপির দক্ষিণ জেলার প্রাক্তন সভাপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস। তিনি ঘটনায় যুক্ত আসামীর কঠোরতম শাস্তির দাবি করেন।

ত্রিপুরায়

● **প্রথম পাতার পর**

ফিল্টার চশমা সাহায্যে সকাল ৮.৩৫ থেকে ১১.৩৮ পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য। সূর্যগ্রহণ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা গ্রহণ চলাকালীন সময়ে খালি চোখে অথবা ধারায় জল নিয়ে চলার মাধ্যমে দেখা বিজ্ঞানসম্মত নয় গ্রহণ দেখতে হলে বিশেষ সোলার ফিল্টার সাহায্যে সেকেন্ডের সময় পর্যন্ত দেখা উচিত।

সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণে পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি ও কেটি উদ্দেশ্য ছিল আজকের এই সূর্যগ্রহণ দেখার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে আজকের এই সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা পাশাপাশি স্থানীয়দের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। প্রায় ১৭২ বছর পরে এই বিরলতম সূর্যগ্রহণ দেখা গেল আর এই গ্রহণকে দেখতে পাতার সাক্ষী থাকার জন্য সব বয়সীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। কৈলাসহর এর বুকে ধরনের উদ্যোগ এবারই প্রথম গ্রহণ করা হয়েছে। সূর্যগ্রহণ ন্যূনতম বছরে ন্যূনতম দুটি এবং সর্বাধিক পাঁচটি গ্রহণ হয়ে থাকে। পৃথিবীতে এই সংখ্যাটা ১ থেকে দুটির বেশি হয় না এই ২০১৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর এই জাতীয় সূর্যগ্রহণ দেখা যাচ্ছে ১৭২ বছর পর। ১৮৪৭ সালে এনুলার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল।

কৈলাসহরে আজ যে ধরনের সূর্যগ্রহণ দেখা যাচ্ছে তা রিং ফায়ার নয় এটা অ্যানুলার সূর্যগ্রহণ। রবীন্দ্র কাননে ফিল্টারে সূর্যগ্রহণ দেখানোর পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে অনলাইন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সূর্যগ্রহণের চিত্র প্রজেক্টরের মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কৈলাসহর এর সাধারণ নাগরিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিশুরা যাতে এই গ্রহণের সাক্ষী থাকতে পারে তার জন্যই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্স কংগ্রেস ধর্মনগরের এই প্রচেষ্টা। গ্রহণ সাধারণত কোনো ক্ষতি করে না শুধুমাত্র খালি চোখে গ্রহণ দেখলে চোখের রেটিনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কৈলাসহরে

● **প্রথম পাতার পর**

প্রতিনিধিদেরকে ভালো করে চিনিয়ে দিয়ে বলে এই ছেলেটির নাম মাখন দেব এই বাইক চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় মাখনকে ধরে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। পুলিশের সামনেও পিঙ্কু এই কথা বলে। কিন্তু এত কিছুর পরও পুলিশ রাত দুইটা নাগাদ মাখন দেবকে ছেড়ে দেয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, কৈলাসহর মহকুমার এক অবৈধ দু'নম্বরী মদ ব্যবসায়ী এসে থানা থেকে মাখন দেবকে বাড়িতে নিয়ে যায়।

সেই মদ ব্যবসায়ীর নিকট আত্মীয় হলো মাখন দেব। এই মদ ব্যবসায়ী নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে কৈলাসহর থানায় প্রণামী দিয়ে আসছে। যার ফলে এই মদ ব্যবসায়ী কৈলাসহর থানার পরম আত্মীয়। গতকাল রাতেও মদ ব্যবসায়ী বড়সড় প্রণামী থানায় জমা দিয়ে মাখন দেবকে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই মদ ব্যবসায়ী রাতে অনেক সংবাদ প্রতিনিধিদের বাড়িতে গিয়ে মোটা অর্থের প্রলোভন দিয়ে বলেন যে, এই নিউজটি না করার জন্য। তবে, কৈলাসহর থানার এই ভূমিকায় কৈলাসহর শহরে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পিঙ্কু ঘোষের বাইক চুরি করতে এসে সাধারণ মানুষের হাতে ধরা পড়লেও পুলিশ কিভাবে পিঙ্কু ঘোষকে কিছুনা জানিয়ে মাখন দেবকে ছেড়ে দিল এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

নেতারা

● **প্রথম পাতার পর**

পদে জেএমএম নেতা হেমন্ত সোরেন শপথ নেবেন। জানা গেছে, আগামী রবিবার জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি জোট সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য মমতাকে আমন্ত্রণ জানান হেমন্ত। সূত্রের খবর, সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, শরদ পাওয়ার, এমকে স্ট্যালিন, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব, বাম দলের নেতৃবৃন্দ। এমনকি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও তাঁর কন্যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা।

উল্লেখ্য, নভেম্বরের ৩০ থেকে ডিসেম্বরের ২০ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দফায় রাজ্যের ৮১ টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হয়। সোমবার হয় ভোটগণনা। যেখানে ওই রাজ্যে শাসকদল ২৫টি আসন পায় বিজেপি। সেখানে বিরোধী জোট জেএমএম ৩০টি, কংগ্রেস ১৬টি এবং আরজেডি ১টি আসন পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

তবেই, তাঁরা ওই ব্যবসা থেকে কমিশন আদায় করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, আমার সেই কমিশন চাই না। কারণ, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের যুবক-যুবতীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার দিশায় কাজ করছে।

এদিকে, গণ্ডাছড়ার জলাভূমিকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয়দের রোজগারের ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নারায়ণপুর ভিলেজের মগ পাড়া পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি স্থানীয় বাসিন্দা মাচাথই মগ, সব্জি বিক্রেতা সানথাই ত্রিপুরার সাথে কথা বলেন এবং তাদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। পরে তিনি ধনমোহন ত্রিপুরার বাড়িতে যান এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত খোঁজখবর নেন। সেখান থেকে তিনি দুর্বাজয় চৌধুরী পাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক থুইসা মগের বাড়িতেও গিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

আরও সমৃদ্ধ করেছি।'

চলতি বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ বলে কথা! বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রতিটি ভারতবাসীর চোখ ছিল আকাশের দিকে। কিন্তু, শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতেই ভালোভাবে সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছে। এছাড়াও গুজরাটের আহমেদাবাদ, ওডিশার ভুবনেশ্বর সর্বত্র সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছে। ভারত ছাড়াও দুবাই, পাকিস্তানেও সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছেঊ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অল্প সময়ের জন্য সূর্যগ্রহণ চাক্ষুস করেছে পশ্চিমবঙ্গও।

ত্রিপুরা জন জাগরণ মঞ্চের
উদ্যোগে
এন. আর. সি ও নাগরিক সংশোধিত
আইনের বিরুদ্ধে
গণ কনভেনশন
স্থান ঃ আগরতলা প্রেস ক্লাব
তারিখ ঃ ২৭ শে ডিসেম্বর, ২০১৯ইং
সময় ঃ বিকাল ৪টা

দলে দলে যোগ দিন
নকুল দাস কর্তৃক প্রচারিত

খেলা খেলা

ভুবি থেকে বুমরার চোট বিতর্ক, এনসিএ প্রধান দ্রাবিড়ের সঙ্গে বৈঠকে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ

কথা দিয়েছিলেন। সেই কথা রাখলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। টিম ইন্ডিয়ার পেসার ভুবনেশ্বর কুমার ও জসপ্রীত বুমরার চোট বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করতে ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি বা এনসিএ প্রধান রাহুল দ্রাবিড়কে মুম্বই-তে ডেকে পাঠালেন মহারাজ। সূত্রের খবর, অতি দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে বদ্ধপরিকর বিসিসিআই সভাপতি। কবে বৈঠক আর কিছু সময়ের মধ্যেই মুম্বই-এ, বিসিসিআই-র সদর দফতরে এনসিএ প্রধান রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিসিসিআই প্রধান নিজে এনসিএ প্রধানকে ডেকে পাঠিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। বৈঠকে আলোচ্য টিম ইন্ডিয়ার পেসার ভুবনেশ্বর কুমার ও জসপ্রীত বুমরার চোট নিয়ে বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়। যা ক্রমবর্ধমান ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রীবৃদ্ধির জন্য মোটেই ভালো সংকেত নয়। তা জানার পরেই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার বার্তা দেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এনসিএ প্রধান তথা জাতীয় দলের প্রাক্তন সতীর্থ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে এই দুই ব্যাপার নিয়েই মহারাজের কথা হবে বলে সূত্রের খবর। ভুবনেশ্বর কুমার ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বল করার সময় চোট পান ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্ট্রাইক বোলার ভুবনেশ্বর কুমার। চোট পরীক্ষার জন্য ভুবিকে ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি বা এনসিএ-তে পাঠানো হয়। সেখানে একাধিকবার স্ক্যান করেও ভুবনেশ্বরের চোটের উৎস খুঁজে বের করা যায়নি বলে অভিযোগ। জসপ্রীত বুমরা ইংল্যান্ড বিশ্বকাপেই পিঠে চোট পান ভারতীয় ক্রিকেট দলের ফাস্ট বোলার জসপ্রীত বুমরা। চোট সারানোর জন্য তাঁকে লন্ডনে পাঠায় বিসিসিআই। দেশে ফিরে ফিটনেস ট্রেনিং-র জন্য এনসিএ-তে যেতে অস্বীকার করে দেন বুমরা। পরিবর্তে তিনি ব্যক্তিগত ট্রেনারের কাছে প্রশিক্ষণ নেন। এর পাল্টা হিসেবে ফের টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে চাপানোর আগে বুমরার বাধ্যতামূলক ফিটনেস পরীক্ষা নিতে অস্বীকার করে এনসিএ। সৌরভের পর্যবেক্ষণ ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি বা এনসিএ যে ভারতীয় ক্রিকেটের মেরুদণ্ড, তা বিশ্বাস করেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এহেন সংস্থায় কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানিয়েছেন মহারাজ। সমস্যা দূর হবে একসঙ্গে দীর্ঘদিন জাতীয় দলে খেলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রাহুল দ্রাবিড়। তাঁদের বোঝাপড়াও দুর্দান্ত। গ্রেগ চ্যাপেল অধ্যায়ে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই রথির মধ্যে দূরত্ব বাড়লেও তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে যে চিড় ধরেনি, তা কিন্তু স্পষ্ট। তাই ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে সৌরভ-রাহুলের ইনিংস সফল হবে বলে বিশ্বাস ক্রীড়া মহলের।

লেগ বাই দেওয়ায় মাঠেই আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ালেন স্টিভ স্মিথ

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে বক্সিং ডে টেস্ট শুরু হল বিতর্ক দিয়েই। দুই বার লেগ বাই থেকে রান না দেওয়া নিয়ে আম্পায়ার নাইজেল লং-র সঙ্গে মাঠেই তর্কাতর্কিতে জড়ালেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক তথা ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

টসে হেরে ব্যাটে অস্ট্রেলিয়া মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বক্সিং ডে টেস্টে টসে জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনে চার উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। অর্ধশতরান করে অপরাজিত রয়েছেন স্টিভ স্মিথ। ৬৩ রান করে আউট হন মার্কাস লাবুশানে। বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিনেই ফিল্ড আম্পায়ার নাইজেল লং-র সঙ্গে তর্কে জড়ান স্টিভ স্মিথ। ঘটনার সূত্রপাত ঘটনার সূত্রপাত অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং ইনিংসের ২৬তম ওভারে। মধ্যহ্নভোজের বিরতির ঠিক আগের ওই ওভারে বল করছিলেন নিউজিল্যান্ডের পেসার নেইল ওয়াগনের। স্ট্রাইকে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। সেই ওভারের একটি শর্ট-পিচ বল স্মিথের গায়ে লাগলে, রান নিতে যান অস্ট্রেলিয় ব্যাটসম্যান।

কিন্তু তাঁকে আটকে দেন ফিল্ড আম্পায়ার নাইজেল লং। ওই ওভারে আরও একবার একই ঘটনা ঘটলে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্টিভ স্মিথ। লং-স্মিথ তর্ক নিউজিল্যান্ডের পেসার নেইল ওয়াগনেরের ওই বিতর্কিত ওভার শেষ হওয়ার পর মধ্যহ্নভোজের বিরতির ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন মাঠেই আম্পায়ার লাইজেল লং-র সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক তথা ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ। নিয়ম কী আইসিসি-র রুল বুক অনুযায়ী, কোনও ব্যাটসম্যান শট খেলতে গিয়ে বল মিস করলে এবং সেই বল তাঁর প্যাড, থাই প্যাড বা আর্ম গার্ডে লাগলে, তা থেকে রান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বক্সিং ডে টেস্টে স্টিভ স্মিথের মধ্যে শট খেলার কোনও প্রচেষ্টা চোখে পড়েনি। স্মিথের পাশে ওয়ার্ন এই ঘটনায় স্টিভ স্মিথের পাশে দাঁড়িয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিন লেজেন শেন ওয়ার্ন। তাঁর কথায়, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আম্পায়ার নাইজেল লং। যদিও মাঠে স্টিভ স্মিথের এই অখেলোয়াড়োচিত আচরণ সমালোচিত হয়েছে।

এশিয়া একাদশ থেকে বাদ পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, পিছনে কি বিসিসিআই

দ্য ওয়াল ব্যুরো: ভারত-পাক সম্পর্কের জেরে দ্বিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বহুদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার এশিয়া একাদশেও কোনও পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে নেওয়া হবে না বলেই খবর। জানা গিয়েছে বিসিসিআইয়ের শর্তের ফলেই নাকি কোনও পাক ক্রিকেটারের সুযোগ হবে না এই দলে।২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এশিয়া একাদশ বনাম বিশ্ব একাদশের দু'টি টি ২০ ম্যাচের আয়োজন করছে বিসিবি। ইতিমধ্যেই এই ম্যাচের জন্য সাতজন ভারতীয় ক্রিকেটারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। তাঁরা হলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, যশপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার ও রবীন্দ্র জাদেজা। এদের মধ্যে অন্তত পাঁচজন ক্রিকেটারকে পাঠানো হবে বলে খবর। কাদের পাঠানো হবে তা ঠিক করবেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।এই টুর্নামেন্টে কোনও পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে খেলতে দেখা যাবে না বলেই খবর। বোর্ডের যুগ্ম সচিব জয়েশ গর্গ সংবাদমাধ্যমের সামনে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "যতদূর জানি, এশিয়া কাপে কোনও পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে খেলতে দেখা যাবে না। আমাদের এটাই জানানো হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে।এশিয়া একাদশের হয়ে কতজন ভারতীয় ক্রিকেটার খেলবেন তা ঠিক করবেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।"তবে এও শোনা যাচ্ছে এই টুর্নামেন্টে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের অন্তর্ভুক্ত না করার প্রধান কারণ বিসিসিআই। ভারতীয় বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছিল, পাক ক্রিকেটাররা খেললে সেই টুর্নামেন্টে ভারত থেকে কোনও ক্রিকেটার পাঠানো হবে না। তারপরেই নাকি এই সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। তবে এই ব্যাপারে বিসিসিআই ও বিসিবি কারও তরফেই কোনও মন্তব্য করা হয়নি।দু"দেশের মধ্যে অবশ্য ক্রিকেট নিয়ে এই প্রথম এই ধরনের বিতর্ক হল না। কয়েক দিন আগে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান এহসান মানি বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। পাকিস্তানের মাটিতে শ্রীলঙ্কা খেলতে আসার পর তিনি বিদ্রুপ করে বলেছিলেন, পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের নিরাপত্তা বর্তমানে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মন্তব্যের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সহ-সভাপতি মহিম বর্মা বলেন, পাকিস্তানের উচিত নিজের দেশের নিরাপত্তা আগে খতিয়ে দেখা।

পন্থের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রসাদের, দিলেন বড় ইঙ্গিত

সুযোগের পর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অথচ ভুল ভ্রান্তি লেগেই আছে। তাই পন্থের পারফরম্যান্সে উন্নতি ঘটানোর জন্য এবার বোর্ডের তরফ থেকে একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করা হবে। এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন প্রধান নির্বাচক এমএসকে প্রসাদ। কিছুদিন আগেও পন্থকে শোধরানোর দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন উইকেটকিপার কিরণ মোরে।রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ ম্যাচেও ভুল কারণে শিরোনামে উঠে এসেছিলেন তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। কটকে সেই ম্যাচেও একগুচ্ছ সুযোগ ফস্কেছেন তিনি। তারপরে অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সীমিত ওভারের স্কোয়াড ঘোষণা করার পরেই প্রধান নির্বাচক প্রসাদ জানিয়েছেন, "উইকেটকিপিংয়ে পন্থকে আরও অনেক উন্নতি করতে হবে। ওকে স্পেশ্যালিস্ট উইকেটকিপিং কোচের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে।"একের পর এক ম্যাচে পন্থকে সুযোগ দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত সেভাবে নজর কাড়তে ব্যর্থ দিল্লির তারকা। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট যে পন্থে আস্থা রেখেছেন, তা প্রমাণিত। ব্রায়ান লারার মতো অনেক মহাতারকাও অবশ্য পন্থের পাশে রয়েছেন। লারা জানিয়েছিলেন, "২১ বছর বয়সেই পন্থকে অনেক অপ্রয়োজনীয় চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমি খেলার সময়েও এক চাপ অনুভব করিনি। আমি সেই সময় স্রেফ বেঞ্চে বসে থাকতাম। হয়তো ভিভ রিচার্ডসের বুট পরিস্কার অথবা অন্য কিছু করতাম। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার প্রস্তুতি নিতাম।"এখানেই না থেমে কিংবদন্তি আরও জানিয়েছেন, "এই চাপ আমার মতে অপ্রাসঙ্গিক। ওকে কেবল নিজের মতো খেলার স্বাধীনতা দিতে হবে। কখনই যেন ও বুঝতে না পারে যে ডু অর ডাই পরিস্থিতিতে ও রয়েছে।"পন্থ কাচ ফসকাতেই গালারিতে "ধোনি.ধোনি" রব, দর্শকদের কড়া বার্তা কোহলিরলারার বক্তব্যের সুরই শোনা গিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায়। তিনি বলেছিলেন, পন্থ একজন দারুণ ক্রিকেটার। পরিণতির জন্য আরও সময় দিতে হবে। তবে সৌরভ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, পন্থকে কোনওভাবেই যেন ধোনি কিংবা ঋদ্ধিমান সাহার সঙ্গে তুলনা না করা হয় ।তবে শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় পন্থ ক্রমশই অবশ্য সমর্থকদের চক্ষুশূল হয়ে পড়ছেন।

চল্লিশ মিনিটেই আমার মন জয় করেছিল সৌরভ : সাকলিন

পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিন লেজেন্ড সাকলিন মুস্তাকের গলায় সৌরভের বাণী। আপাতত সৌরভ গাঙ্গুলি এখন বিসিসিআইয়ের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছেন। সাকলিন ইউটিউব ভিডিওতে সৌরভ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, যখন ভারত ইংল্যান্ডে খেলতে এসেছিল, তখন আমি সাসেক্সের হয়ে খেলি। ভারত তখন সাসেক্সের বিরুদ্ধে তিনদিনের প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে নেমেছিল। তবে, সেই ম্যাচে অংশগ্রহণ করেননি সৌরভ গাঙ্গুলি। সাসেক্সে সেই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।খুব সম্ভবত আমার মনে পড়ছে সেটা ২০০৫-০৬ সাল হবে। তখন আমার সার্জারি হয়েছিল দু'টি হাঁটুতেই এবং আমাকে পুরোপুরি ৩৬-৩৭ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল। আমি পুরোপুরি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম মাঠে নেমে খেলতে নামতে না পারায়। আমি যখন সার্জারি সারিয়ে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে চলেছিলাম তখন সেই সময়ে খেলা চলছিল।সৌরভ সেই ম্যাচে খেলতে না পারলেও ম্যাচ দেখতে এসেছিল। তখন সাসেক্স ব্যাটিং করছিল। সৌরভ আমাকে ব্যালকনি থেকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু আমি দেখতে পাইনি তাঁকে কারণ আমাদের ড্রেসিংরুমটা অন্যদিকে ছিল। সৌরভ আমাদের ড্রেসিংরুমে আসে এবং আমাকে কফি খাওয়ার জন্য বলে। এবং আমার হাঁটুর সার্জারি কেমন হয়েছে, তখন আমি কেমন আছি, পুরোপুরি সুস্থ কিনা, আমার জীবন নিয়ে এবং আমার পরিবার নিয়ে তখন আমরা কথাবার্তা বলতে শুরু করি।সৌরভ আমার সঙ্গে চল্লিশ মিনিট বসে কথা বলে। এবং যখন আমাদের কথা শেষ হয় সত্যি বলতে কি ওইটুকু সময়ের মধ্যে সৌরভ আমার মন জয় করে নিয়েছিল। সেই চল্লিশ মিনিটের কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি আর কখনো ভুলবও না। আর আমি একটা কথা বলতে পারি সৌরভ অধিনায়ক হিসাবে যেমন সাফল্য পেয়েছে ঠিক তেমনই বিসিসিআইয়ের সভাপতি হিসাবে সাফল্য পাবে।

এশিয়া একাদশ বনাম বিশ্ব একাদশ : তালিকায় থাকছে না পাকিস্তানের কোনও ক্রিকেটার!

২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ। সেই উপলক্ষ্যে পরের বছর বাংলাদেশের মাটিতে বিশ্ব একাদশ বনাম এশিয়া একাদশের ম্যাচ আয়োজন হতে চলেছে। আকর্ষণীয় সেই টুর্নামেন্টের জন্য পাকিস্তান ক্রিকেটারদের নিমন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এশিয়া একাদশ বনাম বিশ্ব একাদশের এই ম্যাচগুলি আন্তর্জাতিক ম্যাচের তকমা দেওয়া হচ্ছে। এশিয়া একাদশের তালিকায় থাকছে না পাকিস্তানের কোনও ক্রিকেটার! টুর্নামেন্টের ম্যাচে একই দলে ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেটাদের খেলার সম্ভাবনা তৈরি হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। জানা গিয়েছে, পাক ক্রিকেট বোর্ডের কোনও ক্রিকেটারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে যা জানা গেল এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহসচিব জয়েস জর্জ জানিয়েছেন, "আমরা এখন পর্যন্ত যা জানি, এশিয়া একাদশের হয়ে পাকিস্তানি কোন ক্রিকেটার খেলছেন না। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে এই বার্তাই দেওয়া হয়েছে। টুর্নামেন্টে দুই দেশের ক্রিকেটারদের একই দলে খেলার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। যেকোনও একটি দলকেই তাদের বেছে নিতে হত। ভারতের হয়ে কোন পাঁচ ক্রিকেটার এই ম্যাচ খেলবেন প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তা ঠিক করে দেবেন। কোন ক্রিকেটারদের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি, সীমিত ওভারের সহঅধিনায়ক রোহিত শর্মা, প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি, এক নম্বর পেসার জসপ্রীত বুমরাহ, এক নম্বর অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার ও রবীন্দ্র জাদেজাকে টুর্নামেন্টের জন্য চেয়ে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ।

ক্রিকেটের বিশ্বকাপ, অথচ সামনের বছর ভারতীয় দল খেলবে নাকি প্রথমবার!

বিশ্বকাপ ক্রিকেট। কিন্তু সেখানেই নাকি ভারতীয় দল খেলেবে প্রথমবার। ওয়ান ডে ক্রিকেটে দুটি ও টি-২০ ক্রিকেটে যেখানে ইতিমধ্যে ভারতীয় দল একটি বিশ্বকাপ জিতে ফেলেছে! ১৯৭৫ সালে বিশ্বকাপের প্রথম আসর থেকে ভারত খেলছে। তা হলে কী করে ২০২০ সালে প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলবে ভারত! এতসব চিন্তা-ভাবনা আসছে তো মাথায়! আমরা কিন্তু হেঁয়ালি করছি না। এই ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতীয় দল খেলবে প্রথমবার। সামনের বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত হবে পঞ্চাশোর্ধ ক্রিকেটারদের নিয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেট।গত বছর নভেম্বর মাসে প্রথমবার পঞ্চাশোর্ধ ক্রিকেটারদের নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছিল। ২০২০ সালের মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে হবে এই বিশ্বকাপ। আর প্রথমবার খেলবে ভারতীয় দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়েও এবারই প্রথম খেলবে। ২০২০ সালের ১১ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্নামেন্ট। আর সেখানে অংশগ্রহণকারী দলগুলো হলো ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েলস, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে ও পাকিস্তান।ইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ফের সিংহাসনে কিং কোহলি"এ" গ্রুপে থাকছে ভারত, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েলস, নামিবিয়া ও পাকিস্তান। বি গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে। শৈলেন্দ্র সিং ভারতীয় দলের অধিনায়ক।

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 23/AGRI/EE(WEST)/2019-20

SL No.	Name of the work DNIT NO.	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Tender fee	Pre-bid discussion	End date of e-bidding	Time and date of opening of tender
1	CONSTRUCTION OF BUILDING FOR COLLEGE OF AGRICULTURE IN TRIPURA AT LEMBUCHERRA/ CONSTRUCTION OF TYPE — V QUARTER (6 UNITS) / S.H:- PROVIDING ELECTRICAL INSTALLATION (2- CALL).DNIT NO. E-02/SE/AGRI/EE(WEST)/2019-20	Rs. 18,15,356.00	Rs. 18,154.00	30(thrity) days	Rs. 1,000.00	30/12/2019	14/01/2020	15/01/2020

Interested bidders can view the tender documents in the e- portal www.tripura.tenders.gov.in and in the 0/0 the Executive Engineer(West) , Department of Agriculture & Farmers Welfare,Agartala.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERN R OF TRIPURA.

ICA/C-2021/2019-20

(Er. S. K. Malakar
Executive Engineer(West)
Department of Agriculture&FW
Tripura, Agartala

E-Tender Notice

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer (Agri). North Tripura. Dharmanagar invites e-tender vide PNIT e-Tender No. 12/EE(Agri)/N/2019-20 for the work namely.

	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Cost of tender doeuments	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Place, time and date of opening of online bid	Class of bidder
1	Construction of boundary wall around the farmer knowledge centre at Kamalpur under Durgachowmuhani Agri Sub-Division. DNIT No e- 31/EE/AGRI/N/2019-20	7,76,394/	7,770/	45 (forty five) days	1,000/	06/01/2020 upto 3.00 PM	http://tripuratgenders.gov.in	At 3.30 Pm on 06/01/2020 (if possible). O/o the Executive Engineer, Agri. Ganganagar, Dharmanagar.	Appropriate Class/ category as per Nlle-T
2	Site levelling works for new construction of 200 MT capacity Transit Go-down near 400 MT Go-down at Gnganagar, Dharmanagar, North 'Tripura DNIT No e- 32/EL/ACRI/N/2019-20	1,29,228/	1,300/	10(ten) days	1,000/				
3	Construction of boundary wall around the newly constructed Farmers Knowledge centre at Fatikroy (Rajnagar) under Kumarghat Agri Sub-Division DNIT No e- 33/EE/AGRI/N/2019-20	7,19,159/	7,200/	30(Thirty) days	1,000/				
4	Construction of boundary wall of Farmer Knowledge centre (existing DPO office complex) at Ambassa under ambassa Agri Sub-Division DNIT No e- 34/EE/AGRI/N/2019-20	5,64,435/	5,650	60(sixty) days	1,000/				
5	Construction of boundar\ wall around the Formers knowledge centre at Gandacherra (Haripur) under Gandacherra Agri Sub-Division DNIT No e- 35/EE/AGRI/N/2019-20	7,19,159/	7,200/	30(Thirty) days	1,000/				
6	Construction of mcachinery & equip-ments shed including road etc of churaibari SMF under North Tripura District. DNIT No e- 36/EE/AGRI/N/2019-20	9,74,270/	9,750/	120(one hundred twenty) days	1,000/				

NB: This detailed press notice & bid documents for the work ea] be seen on website https:/ /tripuratenders.gov.in at free of cost. But the hid can only he submitted tiller uploading the mandator" scanned documents as specified in this tender. For details please visit litips:// tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-2011/2019-20

(Er. Sukumar Ch. Das)
Executive Engineer
Department of Agriculture
North Tripura, Dharmanagar.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/EE/PWD/KHW/ 2019-20 Date : 18-12-2019

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender up to 3.00 P.M. on 09-01-2020 for the following work:-

SL No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1.	Maintenance of PWD road from 03 (Three) Months (1)Embankment to Munipuri Basti (Durganagarhousing coloney near house of Rakesh Sarkar, L=120mtr, Ward No-3) (2)Harkumar AWC to Hatat Coloney (Subash Paul Shop to Late Chabi Debbarma house, L=90mtr ward No-2 & 3) (3)Embankment to Purnima School (Near Purnima School L=200mtr Ward No-1) (4)From Paschim Singhicherra BOP road to Embankment via Purnima School (near Samiran Deb house to Uttarayan AWC L=600mtr Ward No-1) &(5)Khowai Town Embankment(from Puran Bazar Bus stand to Purnima School L=500mtr ward No-1 & 2)/SH:- Patch Soling, Patch Grouting, Metalling &car-peting etc. DNIeTNo:12/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2019-20	Rs. 18,20,718.00	Rs. 18,207.00	03(Three) Months

Note : All details related NIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 20-12-2019 to 09-01-2019.

For more details kindly visit : https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2016/2019-20

Executive Engineer,
Khowai Division, PWD (R&B)
Khowai Tripura

2nd CLAIMANT NOTICE

Whereas 1(one) vechicle Registration no. TR-01-G-0593, have been seized by forest officials for cars tug Teak & Chantal sawn timber of illegal origin. Without permission of the itlioritv, which apparently procured illegally and whereas, under Sub-Secrion,52(A) fli:A(Tri 2" Armed) 1986, it is contemplated to confiscate the said Velli•e(S) for its ir in commission of Forest Office u/s 41 & 42 of IFA **1972** and rules make by the Govt. f Tripura. Now therefore , it is hereby **brought** to the notice of the legal owners of th said vehicle to prefer his/her/thei• claim over the vehicle to the authorized Officer ,1)EO Khowai within 30(thirty) days from the date of issue of the notice along with c tries Of all relevant documents, regarding lawful ownership of the said seized vechicle f the owners orildslhe•/ their authorized represcotative failed to do so the decision ret: ding confiscation of she vehicle along with sci/cd forest produces shall be taken Expare. Issued under my Seal & signature this day on

ICA/D-1472/2019-20

Authorized Officer
District Forest Officer
Khowai District, Teliamura.

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited from the eligible female candidates who are residing in Gram Panchayat/VC area mentioned in column no. 3 for the recruitment of Anganwadi Worker and Anganwadi Helper on purely " No Work No Honorarium" through WALK-IN-INTERVIEW Process which will held on 20/01/2020 at 11 AM onwards in the office of the CDPO, Jolaibari ICDS Project, South Tripura along with filled up bio-data in prescribed application form with all necessary documents.List of vacant AWCs.

Sl. No.	Name of AWC	Name of GP/VC	Name of Block	No of post of Anganwadi Worker	No of post of Anganwadi Helper
1	2	3	4	5	6
1	Sudhir Sarkar Para AWC	West Jolaibari	Jolaibari R.D Block	1(one)	0
2	South Barpatirai AWC	Srikantabari	Jolaibari R.D Block	1(one)	0
3	Surendra Choudhury Para AWC	Kowaifung	Jolaibari R.D Block	1(one)	0
4	Krishna Nama Para AWC	Swadeshnagar	Jolaibari R.D Block	1(one)	0
5	Pachanu Mog Para AWC	Thakurcharra	Jolaibari R.D Block	0	1(one)
6	Narayan Pal Para AWC	Thakurcharra	Jolaibari R.D Block	0	1(one)
7	Paban Sardar Para AWC	Kowaifung	Jolaibari R.D Block	0	1(one)
8	Bagantilla AWC	North Jolaibari	Jolaibari R.D Block	0	1(one)
9	Lalit Mohan Para AWC	Ramraibari	Jolaibari R.D Block	0	1(one)
10	Rangachara AWC	Debdaru	Jolaibari R.D Block	0	1(one)
11	Paschim Muhuripur AWC	Muhuripur	Jolaibari R.D Block	0	1(one)
12	S.S.B Camp Para AWC	Latuatilla	Jolaibari R.D Block	0	1(one)
13	Master Para AWC	West Jolaibari	Jolaibari R.D Block	0	1(one)

The details of terms and conditions as well as eligibility criteria and prescribed application form for Anganwadi Worker / Anganwadi Helper will be available in the office of the Child Development Project Officer (CDPO) Jolaibari from 27/12/2019 to 13/01/2020 with in I I am to 4 pm. except holidays.

ICA/D-1467/2019-20

Sd/-
Child Development Project Officer, Jolaibari ICDS Project, Jolaibari, South Tripura

জাগরণ 27 December, 2019, Friday আগরতলা ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১০ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ফিলিপিন্সে ‘ফানফোন’ ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব মৃত্যু ১৬ জনের

ম্যানিলা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ‘ফানফোন’-এর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত সেন্ট্রাল ফিলিপিন্স। বড়দিনে সেন্ট্রাল ফিলিপিন্সের জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট এবং গ্রামে তাণ্ডব চালায় ঘূর্ণিঝড় ‘ফানফোন’উ ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। বুধবার ১৯৫ কিলোমিটার (১২০ মাইল) গতিতে ফিলিপিন্সে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় ‘ফানফোন’উ প্রবল বেগে ঝোড়ো হাওয়ায় বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ে, গাছ উপড়ে পড়ে, বিদ্যুতের খুঁটিও ভেঙে পড়ে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, সেন্ট্রাল ফিলিপিন্সের ভিসায়াসের শহর ও গ্রামে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে বিদ্যুতহীন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কও বিঘ্নিত হয়েছে। ভিসায়াসা ছাড়াও বোরাকে, কোরোন এবং অন্যান্য জায়গাতেও তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে ‘ফোনফোন’।

ইসলামপুরে চা বাগানের জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, মৃত ১

ইসলামপুর, ২৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীসংঘর্ষ। এবার চা বাগানের জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার আগডিমটিখনতি অঞ্চলের নয়াবস্তি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে ঘটনাটি ঘটেছে। ডানকান কোম্পানি বাগান ছেড়ে যাওয়ার পর এই অঞ্চলে বাগানের দখল নিয়ে মাফিয়ারাজ দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এদিন বাগানের জমি দখল নিয়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় গোলাগুলি। এই বিষয়ে ইসলামপুর থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রাথমিকভাবে একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। গুলিতে কয়েকজন জখম হয়েছে এমন খবরও আসছে। এলাকায় পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগ নেই। এলাকার দুই পক্ষের মধ্যে জমি দখল নিয়ে ঝামেলা চলছিল। তাতে এদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে জানতে পেরেছি। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

পূর্ব দিল্লিতে চার-তলা বহুতলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, নিরাপদে উদ্ধার ৪০ জন

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড রাজধানী দিল্লিতে। এবার ভয়াবহ আগুন লাগল পূর্ব দিল্লির কৃষ্ণা নগর এলাকায় অবস্থিত একটি চার-তলা বহুতলে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে বহুতলে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। বহুতলে আগুন লাগা মাত্রই সমস্ত আবাসিকরা ছাদের উপরে গিয়ে আশ্রয় নেন। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় বহুতলের ছাদ থেকে ৪০ জন আবাসিককে উদ্ধার করা হয়েছে। পরে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়।

দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, কৃষ্ণা নগর এলাকায় অবস্থিত চার-তলা ওই বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্লাস্টিকের বর্জ্য পদার্থ মজুত রাখা ছিল। চার-তলা বহুতলের উপরের তলায় আবাসিকরা ছিলেনউ আগুন লাগা মাত্রই প্রত্যেকে ছাদে উঠে যান। দমকল সূত্রের খবর, ভোররাত ২.১০ মিনিট নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছনউ প্রথমেই ছাদের উপর থেকে ৪০ জন আবাসিককে উদ্ধার করা হয়। এরপর ঘন্টা দু'য়েকের প্রচেষ্টায় ভোর চারটে নাগাদ আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়।

বৃহস্পতিবার রাজভবনে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজত গান্ধী কথা অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। ছবি- নিজস্ব।

পুরাতন রাজভবনে ‘গান্ধী কথা’ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ পুরাতন রাজভবনের দরবার হলে 'গান্ধী কথা' অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রাজভবনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রমেশ বৈস এবং গান্ধীয়ান ফোরাম অব এথিক্যাল কর্পোরেট গভর্নেন্সের প্রধান ড. সুভানা রাধাক'ষ্ণা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ড. রাধাক'ষ্ণা জাতির জনকের নীতি, আদর্শ, চিন্তাভাবনা এবং কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও সারা বিশ্বের মানুষ তাঁকে মরণ করেন এবং তাঁর বাণী ও জীবনশৈলী অনুসরণ করেন। তিনি বলেন, সারা বিশ্ব মহাত্মা গান্ধীকে এক মহান ব্যক্তি হিসেবে মরণ করে থাকে। গান্ধীজি ছিলেন অহিংসার পূজারি।

অহিংসার মাধ্যমে তিনি সত্যাগ্রহের পথ দেখিয়েছিলেন। গান্ধীজির মূল উদ্দেশ্য ছিলো সত্যের প্রতিষ্ঠা করা। মহাত্মা গান্ধী তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অহিংসাকে পাথেয় করেছিলেন। ড. রাধাক'ষ্ণা বলেন, গান্ধীজি মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে গেছেন। তাঁর বাণী এবং জীবনাদর্শকে সমাজে প্রসার করার জন্য সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রমেশ বৈস ড. সুভানা রাধাক'ষ্ণাকে এবং তার স্বামী রবি চোপড়াকে রিসা, চাদর পরিয়ে এবং ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের রেপ্লিকা দিয়ে সংবর্ধনা জানান। অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, রাজ্যপালের প্রধান সচিব এস আর কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে ভজন পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী পৌলমী রায়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পী তিথি দেববর্মণ এবং সুশোভন ভ-াচার্য ও তার দলের শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন।

সূর্যের বলয়গ্রাসের সাক্ষী ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, আংশিক গ্রহণ দেখল কলকাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রায় এক দশক পরে সূর্যের বলয়গ্রাসের সাক্ষী হল ভারত। বৃহস্পতিবার সকালে সূর্যের বলয়গ্রাসের সাক্ষী থেকেছে ভুবনেশ্বর, কোচি, আহমেদাবাদ, চেন্নাই-সহ দেশের বিভিন্ন শহর। কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও কেরল-দক্ষিণ ভারতের এই তিনটি রাজ্যের প্রায় সমস্ত জায়গা থেকেই সূর্যগ্রহণ স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যে আংশিক দেখা গিয়েছে সূর্যগ্রহণ। ভারত ছাড়াও সূর্যগ্রহণের সাক্ষী থেকেছে পাকিস্তান এবং দুবাইও।

তবে, সূর্যের বলয়গ্রাস স্পষ্টভাবে চাক্ষুস করতে পারলেন না কলকাতার মানুষজন। সূর্যগ্রহণ দেখার আশায় বুক বেঁধেছিল বাঙালি। কিন্তু, সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা এবং একটি উচ্চচাপ বলয়। প্রকৃতির এই জোড়া ফলাতেই বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ ছিল মেঘলা। তাই স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি সূর্যগ্রহণউ আকাশে মেঘ থাকা সত্ত্বেও কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য চাক্ষুস করা গিয়েছে সূর্যের আংশিক গ্রহণকে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সকলের কপাল ভালো ছিল নাউ তার উপরে কলকাতার কোনও কোনও অংশে আবার ঝিরঝিরে বৃষ্টিপাতও হয়েছে। কলকাতা ছাড়া কোচবিহার থেকেও আংশিক গ্রহণ দেখা গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল আটটার কিছু পরই শুরু হয়ে যায় সূর্যগ্রহণ। সূর্যগ্রহণ দেখা যায় ওড়িশার ভুবনেশ্বর, কেরলের কোচি, গুজরাটের আহমেদাবাদ, তামিলনাড়ুর চেন্নাই সর্বত্রই। সূর্যগ্রহণের জন্য এদিন সকালে বন্ধ রাখা হয় দিল্লির বিড়লা মন্দির। চলতি বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ এটাইউ প্রায় এক দশক পরে ভারত ফের সূর্যের বলয়গ্রাসের সাক্ষী হল। এই গ্রহণে গোটা সূর্য চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়ে না। সূর্যের বাইরের অংশটি উজ্জ্বল বলয়ের আকারে দৃশ্যমান হয়। এটা হয় পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্যের আপেক্ষিক দূরত্বের ফারাকের কারণেই।

মোক্ষম জবাব ভারতের, নিয়ন্ত্রণরেখায় মৃত্যু দু'জন পাক সৈনিকের

নয়াদিল্লি ও রাওয়ালপিন্ডি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানকে এবার যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিল ভারতউ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এর দেওয়া সেক্টরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাতে মৃত্যু হয়েছে দু'জন পাকিস্তানি সৈনিকের। এছাড়াও আরও একজন পাক সেনা জওয়ান জখম হয়েছেনউ তবে দুঃসংবাদ হল, পাকিস্তানের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন সুবেদার।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরে উরি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে গুলিবর্ষণ করে পাক সেনাবাহিনী। এরপর পাক সেনাবাহিনীকে মোক্ষম জবাব ফিরিয়ে দেন ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দেওয়া সেক্টরে মৃত্যু হয়েছে দু'জন পাক সেনা জওয়ানেরউ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, পাকিস্তানি গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন সুবেদার। পাকিস্তানের মিলিটারি মিডিয়া উইং ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) জানিয়েছে, ‘প্রায় ৩৬ ঘন্টা ধরে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করেছে ভারতীয় সেনা। সংঘর্ষবিরতির জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান, হাজি পীর সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনি ধ্বংস করে দিয়েছে পাক সেনা।’ আইএসপিআর আরও জানিয়েছে, ভারতের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন নায়েব সুবেদার কান্দেরো এবং সিপাই এহসান।

বৃহস্পতিবার শ্যাম সুন্দর কোং হিরের গহনার উপর আয়োজিত বিশেষ ক্যালেন্ডারের উদ্বোধন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিগত পাঁচ বছরে ধরনা দেওয়া ছাড়া কিছুই করেননি কেজরিওয়াল : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কথা দিয়েও কথা রাখেননি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালউ দিল্লির জনগণকে তিনি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটিও পূরণ করেননিউ বৃহস্পতিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তোপ দেগে এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই অন্যের উন্নয়নমূলক কাজে নিজের নাম চাপিয়ে দিয়েছেন কেজরিওয়াল, ধরনা-প্রদর্শন ছাড়া কিছুই করেননি তিনিউ শুধুমাত্র আম আদমি পার্টি (আপ) নয়, এদিন কংগ্রেসকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার পূর্ব দিল্লি হাবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ এদিনের অনুষ্ঠানে কংগ্রেস ও আপ সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, ‘আগে কংগ্রেস সরকার পাঁচ বছর ধরে অনেক প্রকল্প তৈরি করত, এ জন্যই তাঁরা বিখ্যাত ছিলউ পরবর্তী পাঁচ বছরে ওই সমস্ত প্রকল্পের জন্য বাজেট মঞ্জুর করত, তারপরের পাঁচ বছরে ভূমি পুজো করত, এরপরের পাঁচ বছরে সেই সমস্ত প্রকল্পকে ভুলে যেতউ কোনও কাজই হত নাউ’ অমিত শাহ আরও বলেছেন, ‘দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও নতুন-নতুন কাজ করে চলেছেন, যেমন পরিকল্পনা করা, বাজেট বরাদ্দ এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করাউ অন্যের কাজে নিজের নাম চাপিয়ে দেওয়া।

অমিত শাহ এদিন আরও বলেছেন, ‘কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ৬০ মাস হতে চলল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিশ্রুতিই পূরণ করেননি তিনিউ প্রতিশ্রুতি তো পূরণ করছেন না, শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণসক বিভ্রান্ত করছেনউ উনি শুধুমাত্র প্রতিবাদ এবং ধরনা প্রদর্শনের কাজ করেছেনউ’ কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, ‘শিখ দাঙ্গার পর এত বছর পর্যন্ত কংগ্রেস সরকারের আমলে ন্যায়বিচার পাননি ক্ষতিগ্রস্তরাউ মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরই, ততণাতএসআইটি তৈরি করেছে, যারা দাঙ্গা করেছিল তারা এখন জেলে রয়েছেউ নির্মম হত্যাকাণ্ডকে কখনই ভুলতে পারবে না দেশবাসী, অসংখ্য শিখ ভাইদের হত্যা করা হয়েছিলউ’ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর বিরোধিতায় বিক্ষুব্ধ প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, ‘কংগ্রেসের নেতৃত্বে টুকরো-টুকরো গ্যাং হিংসা ছড়িয়েছে, এবার সময় এসেছে তাঁদের শাস্তি দেওয়ার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, কংগ্রেসের জরাজীর্ণ স্টাইল গুজরাট থেকে বদলে দেওয়া শুরু করেছেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

অগ্নিসংযোগ ও হিংসাকে উস্কে দেওয়া প্রকৃত নেতার কাজ নয় সেনাপ্রধান রাওয়াত

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিক্ষোভের নিন্দায় সরব হলেন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত।বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানী দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজের অসন্তোষ না চেপে সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, নেতা তারাই যারা সঠিক পথে চালিত করে ও সঠিক পরামর্শ দেন। ভুল পথে মানুষদের চালিত করা ব্যক্তি নেতা নন। যে ভাবে বিপুল সংখ্যার ভিড়কে বিভিন্ন শহর, নগরে অগ্নিসংযোগ এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল নেতাদের কোনও ভাবেই নেতা বলা চলে না। এদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের পড়ুয়াদের হিংসাত্মক আন্দোলন নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

নেতৃত্ব প্রদানের সব থেকে কঠিন দিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানান, নেতৃত্ব দেওয়ার কাজটা খুবই জটিল। কারণ এক ব্যক্তি যখন নেতৃত্ব দেয়। তখন তাকে বহু মানুষ অনুসরণ করে চলে। বিষয়টি যতটা সহজ মনে হয়, ততটা নয়। ভিড়ের মধ্যেও নেতৃত্ব দেওয়ার মতো লোক রয়েছে। ভুল পথে চালিত করাটা প্রকৃত নেতার কাজ নয়।

প্রবল ঠাণ্ডায় সিয়াচেনে কর্তব্যরত সেনা জওয়ানদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘আজকে এই সভায় ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য অনেকে সোয়েটার, কোট, মাফলার, টুপি পরে এসেছেন। কিন্তু আজ আমি সেই সকল সেনা জওয়ানদের কথা বলব যারা নিষ্ঠা সহকারে সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে সেলতোরা রিজ, মুশকো, গুরেজ, তাংধার, লীপা উপত্যকা, উরি সেক্টরে যেখানে তাপমাত্রা মাইনাস ১০ থেকে মাইনাস ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেখানে তাঁরা দেশের সীমানাকে রক্ষা করে চলেছে। লাদাখের পূর্ব প্রান্তে যেখানে হাওয়ার মধ্যে বরফ থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে কর্তব্য পালন করে চলেছে সেনা জওয়ানরা।’

উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের দুই কক্ষে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। এই আইনের বিরোধিতা করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় ট্রেন।

নজরুল কলাক্ষেত্রে পাঁচদিনের নাট্য উৎসব শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। নজরুল কলাক্ষেত্রে আজ সন্ধ্যায় শুরু হয়েছে পাঁচদিনব্যাপী 'নাট্য উৎসব'। উৎসবের উদ্বোধন করেন 'খামোসি সিলিসিলি' নাটকের নির্দেশক প্রফেসর সুরেশ শর্মা। তিনি নাট্য উৎসবের সাফল্য কামনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নজরুল কলাক্ষেত্রে আয়োজিত নাট্য কর্মশালার রিসোর্সপার্সন ড্যানিয়েল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনিও নাট্য উৎসবের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এবং ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী নাট্য উৎসবে পাঁচটি নাটক ম'স্থ হবে। উৎসবের প্রথম দিনে আজ ম'স্থ করা হয় 'খামোসি সিলিসিলি' নাটকটি। নাট্য উৎসবের পাশাপাশি এন এস ডি নাট্য কর্মশালারও আয়োজন করেছে।

রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে সিপিএম সতর্ক করলেন সাংসদ রেবতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-কে কেন্দ্র করে রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে সিপিএমকে দায়ী করেছেন সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় ত্রিপুরায় হিংসার পেছনে সিপিএমের উস্কানি রয়েছে। বিশেষ করে উপজাতি মহল্লায় সিপিএমের এই নেতিবাচক ভূমিকা প্রকট হয়েছে। বৃহস্পতিবার গণ্ডাছড়ায় প্রয়াত বিজেপি কর্মী চানমোহন ত্রিপুরার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় এভাবেই বিরোধী দল সিপিএমকে চাচাছোঁলা ভাষায় বিধেঁছেন রেবতি ত্রিপুরা।

সাংসদের কথায়, চানমোহন ত্রিপুরার মৃত্যুর জন্য সিপিএম দায়ী। এখন তারা ক্ষমতা হারিয়ে রাজ্যের শান্তির পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছে। রেবতি ত্রিপুরা বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে ত্রিপুরায় উপজাতিদের মন বিষিয়ে তুলেছে সিপিএম। ফলে, ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষের মনোভাব দেখা দিচ্ছে।

রেবতি ত্রিপুরা সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতির মধ্যে ঐক্য বজায় থাকুক চাইছে না সিপিএম। তাই তারা প্রতিনিয়ত অস্থিরতা কায়েম করে রেখেছে। তাঁর দাবি, স্বচ্ছ প্রশাসন ত্রিপুরাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে। বিজেপির এই সাফল্যকে সহ্য করতে পারছে না সিপিএম। তাই, ঈর্ষায় রাজ্যে সাধারণ জনগণকে নিশানা করেছে সিপিএম। জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে তারা। এদিন রেবতি ত্রিপুরা রাজ্যবাসীকে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ ও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

ছাত্রদের উপর জুলুম হলে আমরা রুখে দাঁড়াব :মমতা

কলকাতা,২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি(এনআরসি)-র বিরোধিতায় ফের পথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় উ মিছিল শুরু হয় রাজাবাজার থেকে শেষ হয় মল্লিকবাজারে উ মল্লিকবাজারে সভা মঞ্চ থেকে ছাত্রদের আন্দোলনে বাধা দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভা মঞ্চ থেকে জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশজুড়ে ছাত্রদের উপর অত্যাচার হচ্ছে উ তাঁদের আন্দোলনে বাধা দেওয়া হচ্ছে উ ছাত্রদের উপর জুলুম হলে আমরা রুখে দাঁড়াব উ’ এরপরই বিজেপিকে হুশিয়ারী দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিভ্রান্তি তৈরী করছে বিজেপি উ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন নষ্টের চক্রান্ত করছে বিজেপি উ তাদের ফাঁদে পা দেবেন না উ টাকা দিয়ে অশান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি উ ঘৃণার রাজনীতি করছে বিজেপি উ এসব আমরা সহ্য করব না।’

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘অসমে এনারসি-র জেরে ৪০ লাখ নাগরিকের নাম বাদ পড়েছে উ আমরা প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলাম উ কিন্তু তাঁদের গুয়াহাটিতে আটকে দেওয়া হয় উ লখনউতে পুলিশের গুলিতে ৪ জন মারা গেল উ ১৪৪ ধারার অজুহাতে আটকে দেওয়া হয়েছে উ বাংলায় কোনওভাবই এনআরসি, সিএএ হতে দেবেন না উ আমার আন্দোলন চলবে উ যতদিন জীবন আছে ততদিন লড়াই করে যাবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্ফোরণ, তদন্তে পুলিশ

ঢাকা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিস্ফোরণকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ঢাকায়। এই হামলায় কেউ হতাহত না হলেও গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ১১টা নাগাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে থাকা মধুর ক্যান্টিনে সামনে বিস্ফোরণে। এই বিস্ফোরণের বিকট শব্দে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও বড় ধরণের ঘটনা ঘটতেই পারত বলে মনে করছে পুলিশ। কে বা কারা বিস্ফোরকটি রেখে গিয়েছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। ঘটনাস্থলে এসে বিস্ফোরণের নমুনা সংগ্রহ করছে ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকেরা। আইইডি নাকি অন্য ধরণের বোমা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়াও একটি না ফাটা ককটেল বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। জল ঢেলে বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী বলেছেন, ‘একটি গোষ্ঠীর’ ক্যাম্পাসকে ‘অস্থিতিশীল’ করার অপপ্রয়াস থেকে এটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাচ্ছে না।

ভারতকে ভেঙতে চাইছে ওয়েইসি দাবি গিরিরাজের

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সপক্ষে সওয়াল করে বিরোধীদের এক হাত নিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ সিং চৌহান।

বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, ব্রিটিশ এবং মোঘলরা যা করতে পারেনি। ভারতকে ভেঙে তাই করে দেখাতে চাইছেন রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস, টুকরে টুকরে গ্যাং(বিভাজনকামী শক্তি) এবং ওয়েইসি। পাকিস্তানের এজেন্ডাকে সার্থক করতে চাইছে ওয়েইসি। আর তাঁকে সমর্থন করছে মমতা বন্দ্যোধ্যায়, রাহুল গান্ধী। ভারতের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধাতে চাইছে তারা। ১৯৪৭ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান নিজের এজেন্ডা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন সেই লক্ষ্যপূরণ করার

ছয়ের পাতায় দেখুন

পিছলো ২৭ ডিসেম্বরের ১২ ঘণ্টার অসম বনধ কর্মসূচি

গুয়াহাটি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী ২৭ ডিসেম্বর আহূত ভোর ৫-টা থেকে ১২ ঘণ্টার অসম বনধ-এর কর্মসূচি পিছিয়ে দিয়েছে আহ্বায়ক কৃষক শ্রমিক উন্নয়ন পরিষদ, অসম। রাজ্যব্যাপী নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এনআইএ-র হাতে গ্রেফতার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈকে নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে এই বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট ২৭ তারিখ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান পরীক্ষার বিষয় মাথায় রেখে বনধ-এর দিন বদল করে পিছিয়ে এই কর্মসূচি আগামী ৩০ ডিসেম্বর নেওয়া হয়েছে।

এক প্রেস বিবৃতি জারি করে কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ অসম-এর সভাপতি প্রদীপ কলিতা জানান, তাঁরা জানতে পেরেছেন, ২৭ ডিসেম্বর রাজ্যের স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বনধ-এর দিন পরিবর্তন করে ৩০ ডিসেম্বর পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।